গোয়েন্দা-কাহিনী। নং ১

সাবাস্-চুরি!!

প্রথম খণ্ড।

(রাজেন্দ্রনাথের কথা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুপ্তচর হরিদাসের সঙ্গে আমার বড় আলাপ পরিচয় ছিল। বাল্যকালে আমরা এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। তখন আমরা প্রায় ছাড়াছাড়ি হইতাম না। তার পরে যখন ক্রমে বড় হইতে লাগিলাম, তখন বুঝিলাম, হরিদাসের বিদ্যাশিক্ষায় বড় অনুরাগ নাই। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম, হরিদাস তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। এত দিন পরে আমার সহিত তাহার ছাড়াছাড়ি হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায়, সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না; সুতরাং আমার সহিতও আর তাহার সাক্ষাৎ হইত না। কিছুদিন পরে শুনিলাম, হরিদাস পুলিষের একটী সহকারী দারোগাগিরির পদে নিযুক্ত হইয়া চাকরী করিতেছে। পুলিষে চাকরী গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, হরিদাসের উপর আমার বড় ঘৃণা হইল। এমন কি, তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিবার যে বাসনাটুকু আমার ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনিচ্ছায় পরিণত হইতে লাগিল।

তার পর কত দিন কাটিয়া গেল। হরিদাস তাহার নূতন চাকরীতে উন্নতিলাভের আশায়, অন্য সকলের ভাবনা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়া, অত্যন্ত যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল। আমিও বৎসর

বৎসর প্রশংসার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমি ওকালতী পরীক্ষা দিয়া উকীল হইলাম। হরিদাসও তত দিনে নিজ-প্রতিভা-গুণে আত্মোন্নতি সাধন করিতে লাগিল। ছয় সাত বৎসর পরে আমি একটী মকদ্দমায় উকীল নিযুক্ত হইয়া পুলিষ আদালতে মকদ্দমা করিতে গিয়াছি, তথায় পুলিষের সাজ-সজ্জা-শোভিত আমার বাল্যসহচর হরিদাসকে দেখিতে পাইলাম। দুই জনে সেই এক স্থানে দাঁড়াইয়া অনেক ক্ষণ অনেক কথা কহিলাম। উভয়ে উভয়ের বাসস্থানের ঠিকানা জানিয়া লইলাম এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর আমাদিগকে সেরূপ ছাড়াছাড়ি ভাবে থাকিতে না হয়, তজ্জন্য প্রতিশ্রুত হইলাম। ইহার পর হরিদাসের সহিত আমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত।

এক দিন পথে আমার সহিত হরিদাসের সাক্ষাৎ হওয়াতে, সে খুব আনন্দিত চিত্তে তাহার পদোন্নতির কথা বলিল। আমি বুঝিলাম, হরিদাসকে অতি যোগ্য লোক বিবেচনা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট তাহাকে [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

হরিদাস যত দিন দারোগাগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, তত দিন তবু আমার সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু গুপ্তচর হইয়া সে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় পাইত না। আমিও তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাইতাম না। গুপ্তচরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, হরিদাস প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে পাইত না। আমার সহিতও সেই জন্য আর সাক্ষাৎ হইত না। আজ হরিদাস দিল্লীতে, কাল লক্ষ্ণৌয়ে, পরশ্ব এলাহাবাদে, এইরূপে পক্ষিজাতির ন্যায় হরিদাস কখন কোথায় যাতায়াত করিত, তাহার কিছুই ঠিক্ ছিল না। আমি মাঝে মাঝে তাহার পত্রাদি পাইতাম কিন্তু উত্তর দিবার কোন উপায় ছিল না। হরিদাস কখন কোথায় যাইবে, কখন কোথায় থাকিবে, এমন কি, রজনী-প্রভাতে পর দিন হরিদাস এ মুল্লুকে থাকিবে কি না, সে বিষয়ের কোন স্থিরতা করা বড় দায় হইয়া উঠিল। এত গোলমাল, এত ব্যস্ততা ও অস্থিরতার মধ্যেও হরিদাস আমায় ভুলিত না। কলিকাতায় থাকিয়া সময় পাইলেই, যেমন করিয়া হউক, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এইরূপে কত দিন কাটিয়া গেল। হরিদাসের অত্যন্ত পদোন্নতি

হইতে লাগিল, আমিও ওকালতীর পশারটা তত দিনে বেশ জাঁকাইয়া তুলিলাম। উন্নতি উভয়েরই প্রায় সমভাবে চলিতে লাগিল। আমার কাঁচা পয়সা—আমি নাকি পাকা ল-ইয়ার (উকিল)। হরিদাসের বাঁধা মাইনে—সে জাঁহাবাজ গুপ্তচর। কিছু দিন পরে শুনিলাম, হরিদাসকে এই বার হইতে কলিকাতার বাহিরে বড় একটা আর যাইতে হইবে না, সহরেই তাহার কার্য্যক্ষেত্র হইল।

এই সময় হইতেই হরিদাসের সহিত আবার আমার ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। অনেক তদারকি মকদ্দমায় হরিদাস আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে লাগিল। এমন কি, তাহার গুপ্তচরগিরির আমিও যেন এক জন প্রধান সহায় হইয়া উঠিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন—কিন্তু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। বিগত রজনীতে খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—রাস্তার চারি দিক্ কর্দ্দমাক্ত, লোক জনের বড় অধিক চলাচল নাই। আদালত সে দিন বন্ধ ছিল। আমি, হরিদাসের বাটীর দ্বিতল কক্ষে বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলাম। আমায় বাহির হইতে হইবে না জানিয়া, 'চা'-পান করিবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, নীচে রাস্তায় এক জন লোক যেন উন্মত্তের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া, হরিদাসের বাটীর দিকে আসিতেছে। আমি হরিদাসকে বলিলাম, "দেখ দেখ লোকটা পাগল না কি? মাথায় ছাতা নাই, পায়ের জুতো ভিজে সপ্ সপ্ করছে, তবুও এ সব কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে' ক্রমাগত বাড়ীর নম্বর দেখ্‌তে দেখ্‌তে এই দিকে আস্‌ছে। ব্যাপার কি অনুমান করতে পার? আমার বোধ হয়, এ লোকটা নিশ্চয় পাগল।

হরিদাস আমার কথা শুনিয়া রাস্তার ধারে খড়খড়ির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। যে লোকটা পাগলের মত রাস্তা দিয়া আসিতেছিল তাহার

বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। লোকটা দেখিতে বেশ মোটা-সোঁটা, লম্বা, চেহারাখানি বেশ, বদন বিষাদকালিমামাখা, গভীর চিন্তাযুক্ত; বিষণ্ণ ও বিশেষ ব্যস্ত সমস্ত। লোকটার পোষাক পরিচ্ছদ বেশ। দেখিলে, বড় লোক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাহার কার্য্যকলাপে ঠিক্ তাহার বিপরীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

হরিদাস, কর মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল—"দেখ, লোকটা বোধ হয়, আমারই কাছে আস্‌ছে"।

আমি। এইখানে?

হরিদাস। হাঁ, লোকটাকে দেখে আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে, সে আমার সহায়তা প্রার্থনা করে। দেখ দেখ, আমি যা বলেছিলাম, তাই।

হরিদাসের সকল কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই সেই লোকটা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হরিদাসের চাকর তাহাকে উপরে লইয়া আসিল। সে তখনও যেন সম্পূর্ণ অস্থির—বিষম ভাবনায় যেন তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত, মুখে বিষাদ ও হতাশার চিহ্ন তখনও সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া আমরাও কতকটা বিস্মিত ও চকিত হইলাম। দুই চারি মুহূর্ত্ত সে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল—যেন বাঙ্‌নিষ্পত্তি-রহিত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সহসা একেবারে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত! ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, সে নিজের মস্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিতে লাগিল। তার পর কোন কথা না বলিয়া, গৃহভিত্তির এক ধারে গমন করিয়া আপন মস্তক তাহাতে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল।

ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া হরিদাস একেবারে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

আগন্তুক একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল, তার পর নিরাশ-চিত্তে তক্ত-পোসের উপর বসিয়া পড়িল। তখনও তাহার ভাবভঙ্গী, আকার-প্রকার দেখিয়া বিষম বিকারগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু যেন অক্ষম হইল।

হরিদাস বলিল—"আপনি, বোধ হয়, কোন বিশেষ ঘটনা আমায় বলিতে আসিয়াছেন। আমি যদি আপনার কোন সহায়তা করিতে পারি, আপনি বোধ হয়, সেই জন্যই আমার কাছে আসিয়াছেন। এই দুর্য্যোগে আর পথশ্রমে আপনি বিলক্ষণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, দেখিতেছি। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আমায় সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া বলুন—আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগন্তুক তখনও সুস্থির হইতে পারে নাই। তখনও তাহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না—ইচ্ছা থাকিলেও, চেষ্টা করিয়াও, যেন সে কথা কহিতে সমর্থ হইতে ছিল না।

অনেক ক্ষণ পরে সে বলিল,—"আপনি, বোধ হয়, আমায় উন্মাদ মনে করিতেছেন?"

হরিদাস তাহার সে কথায় যেন কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"দেখিতেছি আপনি বড় বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন—"

হরিদাসের সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই, মনের উচ্ছ্বসিত আবেগ-ভরে আগন্তুক কহিল—"ভগবান্ জানেন, আমি কি ভয়ানক বিপদে পড়েছি। এ বিপদ এত ভয়ানক যে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়েছে। আমি এক প্রকার জ্ঞানহারা—এক প্রকার উন্মাদ হ'য়ে পড়েছি। যদিও আমি আমার জীবনে কারও কাছে কোন অবিশ্বাসের কাজ করি নাই—কোন সামান্য বিষয়ের জন্যও কারও কাছে কখন অপদস্থ হই নাই, যদিও এ বিপদ্ অপেক্ষা অন্য কোন ভয়ানক কলঙ্ক আমি অবাধে সহ্য কর্‌তাম, আমার তা'তে বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ হ'ত না—তথাপি এ বিপদ অপেক্ষা মৃত্যুও আমার পক্ষে ছিল ভাল। শোক দুঃখ, মানুষের অনেক হয়; তাতেও আমি বোধ হয়, এত বিচলিত হ'তেম না। এ অতি সর্ব্বনেশে কথা! এতে আমার

মান-সম্ভ্রম সব যা'বে—আমার ব্যবসা বাণিজ্য সব নষ্ট হ'বে—এক কথায় আমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'বে।"

হরিদাস। আপনি অত অপ্রকৃতিস্থ হ'লে চলবে কেন? ভাল ক'রে আমায় বুঝিয়ে সমস্ত বিষয় না বল্‌লে আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ব, আর কেমন ক'রেই বা আপনার সহায়তা কর্‌ব? আপনি কে, আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়, আর আপনার কি বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, তা' আমায় বেশ স্পষ্ট ক'রে খুলে বল্‌তে হ'বে।

আগন্তুক এই কথায় উত্তর করিল—"আমার নাম, বোধ হয়, আপনি অনেক বার শুনে থাক্‌বেন। কলিকাতার অনেকের সহিত আমার আলাপ না থাক্‌লেও আমার নাম অনেকে শুনেছেন। আমার নাম শ্রীবিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী,* * * ব্যাঙ্কের আমি অন্যতম স্বত্বাধিকারী।

বাস্তবিক এ নাম আমাদিগের নিকট বিলক্ষণ সুপরিচিত। * *ব্যাঙ্ক সহরের মধ্যে বেশ সুপরিচালিত—তাহার সুনাম যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত বিভূতি ভূষণ বাবু দানে কল্পতরু, স্বভাবে অমায়িক, বক্তৃতায় বাগ্মিপ্রবর। সাহিত্য সেবায় তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ—কয়েক খানি বিখ্যাত পুস্তকের তিনি রচয়িতা। ইংরাজী-বাঙ্গালায় তাঁহার সমান অধিকার। এ লোকের এমন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত যে, তাঁহাকে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিয়াছে? এত ক্ষণ আমরা তাঁহাকে সামান্য লোক জ্ঞানে যে চক্ষে দেখিতেছিলাম, এখন যেন তদপেক্ষা অধিক যত্ন হইল—আরও ব্যগ্রভাবে তাঁহার কথাবর্ত্তা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বিভূতি বাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আমি আর অধিক সময় নষ্ট করিতে পারি না—এক এক মুহূর্ত্ত এখন এক এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি পুলিসের বড় সাহেবের কাছে গিয়াছিলাম, তিনি আমায় আপনার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই তাঁহার আদেশ-পত্র গ্রহণ করুন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিভূতিভূষণ বাবু পুলিষের বড় সাহেবের আদেশ-পত্র খানি হরিদাসের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন—

"আপনারা, বোধ হয়, বেশ জানেন, আমাদের ব্যাঙ্কের বেশ যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। অনেক বড় বড় লোক আমাদের সঙ্গে কার-

কার্‌বার্ করে' থাকেন। অনেক বিখ্যাত জমীদার, রাজা, মহারাজ ও ধনী মহাজনকে আমরা টাকা ধার দিয়ে থাকি। ইহার জন্য আমাদের নিকট যে সকল মণি, মুক্তা, প্রবালাদি, হীরা, জহরত, বাটী, বাগান ও জমীদারী বন্ধক থাকে, এ পর্য্যন্ত তাহার কড়াক্রান্তি তঞ্চকের কথা কেউ বল্‌তে পার্‌বেন না। আমাদের উপর তাই লোকের এত বিশ্বাস—তাই আমাদের এত সুখ্যাতি—তাই আমাদের এত চল্‌তি কারবার। কিন্তু হায়! এত দিনে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হ'ল, এত দিনে বুঝি আমি ডুব্‌লাম।"

চতুর্থ অধ্যায়।

"কাল সকালে বেলা ১০৷৷০টার সময় আমি যখন ব্যাঙ্কে বসিয়া, একটা নূতন কার্‌বারের উন্নতির পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা কর্‌ছি, এমন সময় এক খানি কার্ড আমার কাছে এসে পৌঁছিল। কার্ডের উপর নাম দেখেই আমি চম্‌কে গেলেম। তিনি আর কেউ নন, মহারাজ———বাহাদুর। আমি তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি কক্ষ হ'তে বাহির হয়ে সাদরে তাঁকে নিয়ে এলাম। এত বড় এক জন লোক গবর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্ক ছেড়ে, আমাদের ব্যাঙ্কে আস্‌বেন, তা আমার স্বপ্নের অতীত। যথেষ্ট সমাদরে তাঁকে বস্‌বার আসন প্রদান কর্‌লাম।

তিনি যেন কতকটা আপ্যায়িত হয়ে আমার অভ্যর্থনা গ্রহণ কর্‌লেন এবং একেবারেই কার্য্যের কথা পাড়্‌লেন।

মহারাজ বাহাদুর বলিলেন—"আপনারা জিনিস বন্ধক রেখে, টাকা ধার দিয়ে থাকেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"আজ্ঞে, বিবেচনা ক'রে উপযুক্ত স্থলে দিয়ে থাকি বটে।"

মহারাজ বাহাদুর বলিলেন—"আমি উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত, সে বিচারের ভার আপনার হাতে। এখন আমার দুই লক্ষ টাকার একান্ত প্রয়োজন। একটা বড় জমীদারী লাটে উঠেছে, আমি সেটা ক্রয় কর্‌ব। আমার যে

সকল বাঁধা কোম্পানির কাগজ আছে, তা হ'তে চারি খানি ৫০ হাজার টাকার কাগজ সুবিধামত দুই চারি দিনের মধ্যে বিক্রয় ক'রে আপনার ঋণ পরিশোধ কর্‌ব। শুধু সই দিয়ে, বোধ হয়, অমি দুই লক্ষ টাকা তিন চারি জন বন্ধুর নিকট থেকে সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌তাম, কিন্তু তাঁদের কাছে মাথা হেঁট করতে আমার ইচ্ছা নাই। আপনি বোধ হয়, আমার কথা ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত দিনের মধ্যে ঠিক্ আপনি এ ঋণ পরিশোধ কর্‌বেন?"

মহারাজ বাহাদুর উত্তর করিলেন—"আগামী সোমবার আমার দুই খানি বড় তালুকের খাজানা এসে পৌঁছ্‌বার কথা আছে। আমার বোধ হয়, সেই দিন আপনাদের টাকা পরিশোধ কর্‌তে পার্‌ব। আপনি সেই হিসাবে সুদ ধর্‌বেন। কিন্তু টাকা আমার আজই চাই।"

আমি বলিলাম—"আজই কেন, আমি এখনই অন্ততঃ আমার নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতেও আপনাকে দিতে পার্‌তেম,—কিন্তু টাকাটা এত অধিক যে, তা হ'লে আমার হাতে কিছু থাকেনা। কাজেই আমাকে ব্যাঙ্ক হ'তেই দিতে হবে। কিন্তু তা হ'লে আপনাকেও দস্তুর-মত লেখা-পড়া ক'রে টাকা ধার কর্‌তে হবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহারাজ বাহাদুর বলিলেন—"আমি তো তাই চাই"। এই কথা বলিয়া পকেট হইতে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছোট বাক্‌স বাহির করিলেন। সেই বাক্‌সের ভিতর হইতে একটী হীরা-মণি মাণিক্য-পরিশোভিত অলঙ্কার ছিল। সেই অলঙ্কারটী আমায় দেখাইয়া বলিলেন—"আপনি বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন যে নবাবী আমলের প্রদত্ত তিন চারি লক্ষ টাকা মূল্যের একটী মণি আমাদের ঘরে আছে। লোকে জানে এবং প্রবাদও আছে, এই মণি বিখ্যাত কোহিনুর মণির তুল্য-মূল্য। আমি সেই

সর্ব্বজন-শ্রুত মাণিক্য আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া এই দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে চাই। ইহার আশে পাশে এই যে অন্যান্য হীরা, মতি, চুণী, পান্না দেখিতেছেন, ইহারও এক এক খানির মূল্য পাঁচ ছয় সাত সহস্র মুদ্রার কম নয়। এমন এক শত খানি ইহাতে বসান আছে। মধ্যে যে বড় মাণিক খানি বসান রহিয়াছে দেখিতেছেন, ঐ খানিই সেই বংশ-পরম্পরাগত অমূল্য মাণিক্য। ইহা আপনি, বোধ হয়, লোক-মুখে অনেক বার শুনিয়াছেন। এখন স্বচক্ষে দেখিয়া লইয়া, আমায় সত্বর দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন।"

মহারাজ বাহাদুরের হস্ত হইতে স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত ছোট বাক্স-সমেত, সেই অমূল্য মাণিক্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎ কাল আমি অবাক্ হইয়া, অবলোকন করিতে লাগিলাম। ক্ষণ কাল আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি আমার এই ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ইহার মূল্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"আজ্ঞে তা নয়—বিন্দুমাত্রও নয়। আমার কেবল এই মনে হয়—"

মহারাজ বাহাদুর বলিলেন—"কি মনে হয়—এত টাকা মূল্যের পদার্থ আমি কেমন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার নিকট ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি? কি জানেন, আমি অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিব কি না, এ সম্বন্ধে যদি আমার কোন সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে এ অমূল্য ধন আমি কখনই বাটী হইতে বাহির করিবার কল্পনাও করিতাম না। যাহা হউক, এ জিনিষ রাখিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে, বোধ হয়, আপনার আর কোন আপত্তি নাই—ইহাতেই আমার বোধ হয় যথেষ্ট জামিন দেওয়া হইল।"

আমি আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর করিলাম—"যথেষ্ট।"

মহারাজ বাহাদুর বলিলেন—"কি জানেন, বিভূতিভূষণ বাবু, অনেক বড় বড় লোকের কাছে, আপনার সম্বন্ধে আমি যে সকল উচ্চ দরের কথা শুনিয়াছি, আপনার মহত্ব ও সদ্গুণরাশির বিষয় যত দূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে আপনাকে বোধ হয়, আমি সর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে

২

Printed by S. C. Chatterji and Published by G. P. De from the Mohan Press No. 49 Phear Lane, Calcutta.

পারি। আপনি এ জিনিষ রাখিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। দেখিবেন—অতি সাবধানে—অতি যত্নে—অতি লুক্কায়িত ভাবে রাখিবেন। ঐ মাণিক খানির চারি ধারে আরও যে ১০০ এক শত খানি হীরক, মতি, পান্না ও চূণী দেখিতেছেন উহার এক খানি হারাইয়া গেলে, ঠিক্ ঐ রকম আর এক খানি পাওয়া দুষ্কর। আপনার উপর আমার অচল বিশ্বাস হইয়াছে, তাই এই দুই তিন দিনের জন্য এ অমূল্য জিনিষ হাতছাড়া করিলাম। দেখিবেন, খুব সতর্ক থাকিবেন। আগামী সোমবার আমি নিজে আসিয়া স্বহস্তে এই জিনিষটী লইয়া যাইব, আর আপনাদের প্রদত্ত টাকা মায় সুদ সমস্ত চুকাইয়া দিব।"

আমি আর কোন কথা কহিতে পারিলাম না। তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া তাড়াতাড়ি যথারীতি সমস্ত লেখা পড়ার কার্য্য শেষ করিয়া লইয়া তাঁহাকে নম্বরী ও খুচরা নোটে দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিলাম। তিনি তাহা পকেটস্থ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন আমার মনে নানাবিধ ভাবনা-স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই অমূল্য রত্ন লইয়া আমি কি করিব, কোথায় রাখিব? যদি কোন কারণে এ রত্ন খোয়া যায়, তাহা হইলেই তো সর্ব্বনাশ! সামান্য হীরা জহরৎ নয় যে, যেমন করিয়া হউক, আবার সংগ্রহ করিয়া দিব। এ রত্ন হস্তচ্যুত হইলে আর পাওয়া যাইবে না। ইহার জোড়া আর প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশ-দেশান্তরের বড় বড় রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত এই মহামূল্য রত্নের কথা জানেন। ইহার চতুর্গুণ মূল্য দিয়াও যদি তাঁহাদিগকে ইহা ক্রয় করিতে হয়, তাহাতেও তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। এ রত্নের মূল্য ধরিয়া মূল্য নয়—এ রত্ন যাঁহার ঘরে থাকে, তাঁহার গৌরব, সে কুলের গৌরব—সে বংশের মর্য্যাদা। মনে করিতে লাগিলাম, কেন

এ বিষম জিনিষ বাঁধা রাখিলাম—কেন এ ভয়ানক কার্য্যে হস্ত... করিলাম।

সন্ধ্যা হইল। ব্যাঙ্কের অন্য সকলে চলিয়া গেল। আমার ভাবনার আর শেষ হয় না। কোথায় রাখিব—কি করিব? ব্যাঙ্কে লোহার সিন্ধুকে যদি রাখি, ডাকাতে তাহা ভাঙিয়া চুরি করিতে পারে। বাড়ীতে লইয়া গিয়া যদি রাখি, তাহাতেই বা ডাকাতে লইতে পারিবে না এমন কি সম্ভাবনা আছে? ওঃ এ রত্ন যদি চুরি যায়, তাহা হইলে আমার কি সর্ব্বনাশ হইবে! কি করিব কোথায় রাখিব—এই ভাবনাতেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

অনেক চিন্তার পর শেষে স্থির করিলাম, এই কয় দিন, এ রত্নটী সর্ব্বদা আমার নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিব। সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব। এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়া আমার জুড়ী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলাম। গাড়ী তৎক্ষণাৎ ব্যাঙ্কের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন সেই অমূল্য রত্ন, ভিতরের জামার বুক-পকেটে রাখিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

আমার বাটী নারিকেলডাঙ্গা শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে। সেই খানে উপস্থিত হইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার নিভৃত কক্ষে একটী সিন্ধুকের মধ্যে তাহা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। যেন একটা বিষম ভাবনার ভার মস্তক হইতে নামাইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এখন আমার পরিবারের কথা বলি। আমার চাকর ও কোচম্যানেরা বাটীর বহির্দ্দেশে থাকে; সুতরাং তাহাদিগের উপর সন্দেহ করিবার কো— কারণ নাই। তিন জন দাসী আছে। তাহারা বাড়ীতেই থাকে তাহারা অনেক দিন হইতেই রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত কখনও ...

করে নাই। তাহারা বড় বিশ্বাসিনী। তাই তাহাদিগকে সন্দেহ করি না। সম্প্রতি এক নূতন দাসী আমার সংসারে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার বয়স কাঁচা, চাল-চলন ভাব-ভঙ্গী বড় ভাল নয়। যদি সন্দেহ করিবার কিছু থাকে, তবে তাহাকেই সন্দেহ করা যাইতে পারে।

এই তো গেল, পরিচারক-পরিচারিকাদের কথা। এখন আমার নিজ-পরিবারের কথা বলিতেছি। আমার পত্নী বহু দিন হইল, গত হইয়াছেন। একটী পুত্র আছে। তাহার উপর আমি কত আশা করিয়াছিলাম। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কত সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কত আশা করিয়াছিলাম। তাহা হইতেই আমার সম্মান, আমার নাম বজায় থাকিবে; কিন্তু হায়! বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা! তিনি সে সাধে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন। ছেলেটী একেবারে উচ্ছন্ন গিয়াছে। আমার বোধ হয়, আমিই তাহার কারণ। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গ সকলেই বলেন, আমি তাহাকে আদর দিয়া নষ্ট করিয়াছি। বোধ হয়, এ কথা সত্য। যখন আমার পত্নী লোকান্তরিত হইলেন, তখন হইতেই ঐ একমাত্র পুত্রের উপর আমার কেমন একটা মায়া বসিয়া গেল। খুব অন্যায় কার্য্য করিলেও, তাহাকে তিরস্কার বা প্রহার করিতে কেমন আমার মন উঠিত না। যে যাহা চাহিত, তাহাই পাইত; যাহা করিত, তাহাতে আমি কোন কথা কহিতাম না। কাজে কাজেই কালে সে বিষম স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। আমি যদি তখন কড়া হইতাম, তাহা হইলে সে বোধ হয়, অত খারাপ হইয়া যাইত না; কিন্তু কেমন মায়ার টান, আমি তাহাকে কখন কিছু বলিতে পারি নাই। আমার পুত্রের নাম দেবেন্দ্রনাথ।

আমার বড় আশা ছিল, তাহাকে আমি আমার কার্য্যে বসাইব; কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহা ঘটিবার কোন আশাই রহিল না। সে বখাটে হইয়া গেল; বেশ্যা-রত ও সুরাসক্ত হইল; প্রেমারার আড্ডার এক জন প্রধান খেলোয়াড় হইয়া উঠিল। কাজে কাজেই আমাদের ব্যাঙ্কে ত টাকার কার্‌কারবারের ভিতর তাকে লইয়া যাইতে আমার সাহস । প্রেমারার আড্ডায় সে যে কত টাকা নষ্ট করিয়াছে, তার সংখ্যা ার তার কত ঋণই পরিশোধ করিয়াছি। তাকে কত কথা

বুঝাইয়াছি, কত বার তাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছি, যেন সে আর সে দলে না মেশে; কিন্তু তৎ-সমস্তই বৃথা হইয়াছে। সে নিজেও অনেক বার এই সকল দলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তার বন্ধু অবিনাশচন্দ্রই তাব সে সমস্ত কল্পনা, উদ্দেশ্য ও প্রতিজ্ঞা ভাসাইয়া দিয়াছে।

আমি আশ্চর্য্য হই, কেমন করিয়া সে আমার ছেলেকে পর করিল। দুই এক বার চেষ্টা করিয়াছিলাম, যাতে অবিনাশচন্দ্র আর আমার বাড়ীতে প্রবেশ না করে। দেখিলাম, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়। অবিনাশচন্দ্রকে বাড়ীতে আসিতে না দিলে, আমার ছেলে আফিঙ্ খাইয়া মরিতে চায়—দেশত্যাগী হইতে চায়। আবার এক নূতন বিপদের সূত্রপাত হয় দেখিয়া, অগত্যা তাহার আসা যাওয়া বন্ধ করিতে পারিলাম না।

অবিনাশ আমার ছেলের চেয়ে বড়। দেখিতে চমৎকার-সুন্দর, সুপুরুষ। তাহার হাব-ভাব, কথার সরলতা, বাক্‌পটুতা সন্দর্শনে সকলকেই মোহিত হইতে হয়। কে জানে, সে কি কুহক জানে? তাহার মোহিনী শক্তিতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই তাহাকে ভাল বাসিতে চায়। আমার অবুঝ ছেলেও সেই মোহিনী মায়ায় ভুলিয়াছে। অবিনাশ বেশ সরল ভাবে কথা কহিত বটে, স্বভাবও বেশ অমায়িক বলিয়া বোধ হইত বটে, কিন্তু তথাপি তাহার চোখে মুখে যেন বিষ মাখান আছে বলিয়া,আমার বিশ্বাস।

আমার একটী পালিতা কন্যা আছে। তাহার নাম বিমলা। আমার স্ত্রীর শৈশবের এক জন সখী ছিলেন। স্বামি-পুত্র-বিহীনা ও অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্তা হইয়া মৃত্যুকালে তিনি আপন ঐ একমাত্র কন্যাকে, আমার স্ত্রীর হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। সেই অবধি আমি বিমলাকে প্রতিপালন করিতেছি। যথাসময়ে তাহার বিবাহও দিয়াছিলাম। অভাগিনী বাল্যেই বিধবা হয়। স্বামী কাহাকে বলে, তাহা এক-প্রকার সে জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আহা! বিমলা বড় অভাগিনী! মা আমার সতী লক্ষ্মী, আমার গৃহে রূপের জ্যোতি লইয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে বিরাজমানা। ছেলের অবস্থার কথা তো আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু এই মেয়েটী আমার ঘরের লক্ষ্মী। সকল বিষয়েই কেমন গোছাল—সাংসারিক কাজ কর্ম্মে কেমনই

সুদক্ষা। এই মেয়েটীকে যদি ঈশ্বর আমায় না দিতেন, তাহা হইলে আমার সংসার কেমন করিয়া চলিত, বলিতে পারি না।

তিনি আরও বলিতে উদ্যত হইতেছিলেন। আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বিমলা ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে কে বড়, কে ছোট? উত্তর পাইলাম, বিমলা, দেবেন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তৎপরে আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি কাহাকেও মাণিকের বিষয় বলিয়াছিলেন? জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন, রজনীতে দেবেন্দ্র আমার সহিত এক সঙ্গেই আহার করিতে বসিয়াছিল। বিমলা আমাদিগকে পরিবেশন করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে এটা ওটা খাইতে বলিতেছিল। সেই সময় আমি তাহাদিগের সমক্ষে সেই অমূল্য মাণিক্যের কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম। আমার কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র ও বিমলা উভয়েই তাহা দেখিতে চাহিল। আমি পর দিন সকালে তাহা দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইলাম। দেবেন্দ্র আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় রেখেছেন?" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "আমার শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থ গৃহে সিন্ধুকের ভিতর আছে।"

দেবেন্দ্র এই কথা শুনিয়া বলিল—"আজ রাত্রিতে যদি ডাকাতি হয়?"

আমি। তা' হ'লেও ও সিন্ধুক খুল্‌তে খুল্‌তে পুলিষ এসে পৌঁছিবে।

দেবেন্দ্র। ও সিন্ধুকটার কথা আর আমায় বল্‌বেন না। ওটা যে সে চাবিতে খোলা যায়।

তার পর সে কথা এক বারে চাপা পড়িয়া গেল। দেবেন্দ্র বলিল— "বাবা, আজ আমায় দু শ টাকা দিতে হ'বে। আমি প্রেমারায় হেরে গেছি—এই বার আমার দেনা পরিশোধ করে' দিলে আর আমি কখনও

এ খেলা খেল্‌ব না, প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু এ দু শ টাকা আমায় দিতেই হবে। না হ'লে আমার মান থাকে না।"

পুত্রের এই কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। আমি খুব কুপিত হইয়া বলিলাম, "আর আমি তোকে এক কড়া কড়িও দিব না। বার বার তোকে কত টাকা দিলাম—বার বার তুই কত প্রতিজ্ঞা কর্‌লি, তবু এ সর্ব্বনেশে খেলা ছাড়্‌তে পার্‌লি না। আমি তোকে কিছু বলি না ব'লে, তোর যথেচ্ছাচার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমি আর টাকা কড়ি কিছু দিতে পার্‌ব না।"

রাগে অভিমানে দেবেন্দ্র আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। আমিও আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিতে শয়ন করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দশটার সময় আমি পাইখানায় যাই। সেই সময় নিম্নতলে একটা নিভৃত কক্ষের দ্বারদেশে বিমলাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখানে দাঁড়িয়ে কেন মা! এখনও ঘুমোও নাই?" বিমলা উত্তর করিল,—বাবা আমাদের যে নূতন চাকরাণী এসেছে, তার রীত চরিত্র বোধ হয় ভাল নয়। খিড়কীর দরজা খুলে' ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিল; আমায় দেখে' তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে পালিয়ে গেল। আমার বেশ বোধ হ'ল, কে একটা লোক এখানে দাঁড়িয়েছিল—পালিয়ে গেল।" "বিমলা! ওর স্বভাব চরিত্র ভাল না বোঝ, ওকে কাল সকালে জবাব দাও।" এই কথা বলিয়া আমি শয়ন করিতে যাই।

আমি একটু একটু আফিঙ্‌ খাই। রজনীতে আমার সেই জন্য প্রগাঢ় নিদ্রা হয় না। রাত্রি ঠিক্‌ দুইটার সময় সহসা একটা কিসের শব্দে আমার ঘুম ভাঙিয়া যায়। আমার বোধ হইল, নিম্নতলে যেন

খুব সাবধানে কে দরজা বন্ধ করিল। তার পরেই আমার পাশের ঘরে, যেখানে সিন্ধুকের ভিতর সেই অমূল্য মাণিকটী রাখিয়াছিলেম, সেই ঘরে কাহার পদ-শব্দ শুনিতে পাই। আমার বোধ হইল, কে যেন অতি সাবধানে ঘরে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছিল। ধীরে ধীরে শয্যা হইতে বাহির হইয়া আমি পাশের ঘরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। দেখিলাম, আমার কুলের কলঙ্ক গুণবান্ পুত্র সেই অমূল্য রত্নটী হাতে করিয়া চোরের মত নিঃশব্দে এক পাশে দাড়াইয়া আছে। সে সময় আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। অত্যন্ত ক্রোধ-ভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, দেবেন! তোর এই কাজ! তুই আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিস্‌ —তুই শেষে চোর হ'লি!"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, ভয়ে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে সেই মাণিকটী ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সযত্নে কুড়াইয়া লইলাম। কুড়াইয়া লইয়াই আমি তাহাকে বলিলাম, "চোর, পাজী, বদ্‌মায়েস, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিস্‌, আমায় জন্মের মত ডুবিয়েছিস? বল্‌, এ থেকে তিন খানা, হীরে চুরি করে' কোথা রাখ্‌লি।"

দেবেন্দ্র যেন ন্যাকা সাজিয়া কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"আমি চুরি করেছি?"

আমি আরও সকোপে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বলিলাম, "করিস্‌নি তো কি? দেখ্‌দেখি, কি সর্ব্বনাশ করেছিস্‌! চোর, বদ্‌মায়েস, ছুঁচো, পাজী, আমায় একেবারে ডোবালি—আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি?"

দেবেন্দ্র। "ওর তো কিছু হারায় নি—হারাতে তো পারে না।"

আমি। এই হারিয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, আর হারায় নি? দেখ্‌তে পাচ্ছি, চুরি করেছিস্‌, আবার তবু তুই আমার চোকে ধাঁদা দিতে চাস্‌? বল্‌, কোথায় রেখেছিস্‌।"

দেবেন্দ্র। "বাবা, আপনি আমায় অন্যায় গালি দিচ্ছেন। আমি আর এ বাড়ীতে থাক্‌ব না, কাল সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে' যাব। পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাব, সেও স্বীকার; তবু এ বাড়ীতে আর থাক্‌ব না।

আমি। "সে তো পরের কথা, এখন কোথায় রেখেছিস্, বল্। নইলে তোকে পুলিযে দেব। যেমন করে' হ'ক্ এ জিনিষ আমি বা'র কর্‌বই কর্‌ব।"

দেবেন্দ্র। আপনি আমার নিকট থেকে আর কিছুই জান্‌তে পার্‌বেন না। ইচ্ছা হয়, আমায় পুলিযে দিতে পারেন। দেখি, তারা কেমন করে' বা'র করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমার চীৎকারে সে সময় বাড়ীর সকলেই উঠে' পড়ে। বিমলা প্রথমেই ঐ ঘরে উপস্থিত হয়। সে, আমার ও দেবেন্দ্রের মুখ-পানে চাহিয়া ও আমার হাতে সেই অমূল্য মাণিক্য দেখিয়াই—"ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ !" বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বাড়ীর অন্যান্য ভৃত্য ও ভৃত্যা সকলেই সে সময় আসিয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, ব্যাপার দেখিয়া এক জন কোচয়ান ঘাটীর পাহারা ওয়ালাকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। অনেক ভিড় দেখিয়া দুই তিন জন দাসীতে মিলিয়া বিমলাকে অন্য ঘরে লইয়া যায়। দেবেন্দ্র কিন্তু তখনও নির্ভীক-চিত্তে দণ্ডায়মান—যেন সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ

আমার বাড়ীর নিকটেই থানা। যে পাহারাওয়ালাকে আমার কোচয়ান ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহা দ্বারা পুলিযে খবর পাঠাইলাম। এক জন ইন্‌স্‌পেক্‌টার ও দুই জন জমাদার অল্প ক্ষণের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া ইন্‌স্‌পেক্‌টার আমায় জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আপনার পুত্রের নামে চুরীর দাবী দিচ্ছেন ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, নিশ্চয়ই।" আমি তখন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। ক্রোধ-ভরে পুত্রের মমতা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র তখন বলিল—"আচ্ছা যদি একান্তই আমাকে পুলিযের হাতে

দিতে চান, তবে পাঁচ মিনিটের জন্য আমায় ছাড়িয়া দিন। হয় তো তাতে ভাল হ'তে পারে।"

আমি তাহার পলায়নের অভিপ্রায় অনুমান করিয়া কহিলাম—"আর তার পর তুই যেখানে লুকিয়ে রেখেছিস্, সেই খান থেকে তিন খানি হীরে নিয়ে সটান্ পালিয়ে যেতে চাস্? আমি এখনও ভালমানুষী করে' তোকে বল্‌ছি, যা' করেছিস্ তা' করেছিস্। এখনও বল্,কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্। তোকেও মিয়াদ খাট্‌তে হ'বে না—আমিও এ সর্ব্বনেশে দায় থেকে পরিত্রাণ পাই।"

আমার এই কথায় দেবেন্দ্র ঘৃণায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। অত্যন্ত পীড়াপীড়িতেও আর সে কোন কথা বলিল না। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার ঘর-বাড়ী, বাড়ীর চারি দিকে সমস্ত বাগানে, সকল স্থানে খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধানেও সেই তিন খানি হীরক বাহির করিতে পারি নাই। হতভাগা যদি আমার নিকট স্বীকার করে, তাহা হইলেই আর কোন গোল থাকে না। অবশেষে বাধ্য হইয়া, তাহাকে পুলিষের হাতে সমর্পণ করিতে হইল।

আহা! যখন তার্ হাত ধরিয়া পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্‌টার, তাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া গেল, তখন সে ছল ছল নয়নে একবার আমার দিকে চাহিল, যেন কি বলিবে মনে করিল। তার পর অভিমানে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, পুলিশের লোকের সঙ্গে নতমুখে চলিয়া গেল।

এখন আপনি যা' করিতে পারেন, করুন। আমার সর্ব্বনাশ হ'বে—মান সম্ভ্রম সব যা'বে। লোকের অবিশ্বাসে ব্যাঙ্ক ফেল্ হইবে। যত খরচ লাগে, আমি দিব। আপনি আমার একটা উপায় করুন।"

দ্বিতীয় খণ্ড।

(হরিদাসের কথা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম হরিদাস। আমি পুলিষের গোয়েন্দা। আমার পরিচয়, আমার বন্ধু উকিল রাজেন্দ্র বাবু সমস্তই পূর্ব্বে বলিয়াছেন। সুতরাং আমি একেবারে কার্য্যের কথা বলি।

বিভূতিভূষণ বাবু সমস্ত বিবরণ আমায় বলিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনার বাটীতে অন্য লোক জন কেহ আসে?"

বিভূতিভূষণ। না। আমি বড় অধিক লোক-জনের সহিত সংস্রব রাখি না। কাজ-কর্ম্মের কথা-বার্ত্তা সব ব্যাঙ্কেই হয়। সুতরাং সকলে ব্যাঙ্কেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তবে আমার পুত্রের আলাপী বন্ধু-বান্ধব পূর্ব্বে অনেক আস্‌ত বটে, এখন আমার পীড়াপীড়িতে আর বড় একটা কেহ আস্‌তে পায় না। কেবল ঐ অবিনাশচন্দ্রকে আমি কোন ক্রমে বাধা দিতে পারি নাই, তা তো পূর্ব্বেই বলেছি।

আমি। আপনার বিশ্বাস, এই ঘটনায় আপনার পালিতা কন্যা বিমলার বড় কষ্ট হয়েছে?

বিভূতি। ভয়ানক! তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্‌বেন না। তার আমার চেয়ে কষ্ট হয়েছে।

আমি। এ চুরি যে আপনার পুত্রই করেছে, সে বিষয়ে আর আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই?

বিভূতি। না—তা' আর কেমন করে' থাকবে? আমি যে তাকে স্বচক্ষে সেই জহরত হাতে করে' দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

আমি। এই জহরতের অলঙ্কারটী কি কোন প্রকারে নষ্ট হয়েছে—না, কেবল তিন খানি হীরে খুলে নিয়েছে?

বিভূতি। একেবারে মুচড়ে, তুবড়ে তাবড়ে নষ্ট করে' ফেলেছে—হতভাগার একটু মায়াও হ'ল না!

আমি। আচ্ছা, আপনার এমন কি মনে হয় না—আপনার পুত্র কেবল সেই অলঙ্কারটী নিয়ে তার মোচড়ান দোমড়ান সোজা করতে চেষ্টা করছিল?

বিভূতি। বলেন কি? আপনি যেন আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিচ্ছেন। ভগবান্ করুন, তাই যেন হয়। আমার একমাত্র পুত্র যেন নির্দ্দোষ প্রমাণ হয়। আপনিই বোধ হয়, তা' প্রমাণ করতে পারবেন; কিন্তু আমার মনে তো তাকে কিছুতেই নির্দ্দোষ বলে' বিশ্বাস হয় না। যদি সে নির্দ্দোষই হ'বে, তবে তার হাতে সে জিনিষটা আমি কেন দেখলেম—সে কেন চুপি চুপি চোরের মত সেই ঘরে বেড়াচ্ছিল?

আমি। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্য প্রকার। যদি দেবেন্দ্র দোষীই হ'বে, তবে সে কি দুটো সাজানো মিথ্যা কথা বলতে পারত না? সে চুপ্ করে' রইল কেন?—পুলিষের অত্যাচার সহ্য করে'ও কোন কথা বললে না কেন? তার এই চুপ্ করে' থাকাই একটা বিষম সন্দেহের কারণ। আচ্ছা, যে শব্দ শুনে' প্রথমে আপনার ঘুম ভাঙে,—পুলিষ সে শব্দের বিষয় কি অনুমান করে?

বিভূতি। তারা বলে, সে দরজা খোলার শব্দ। দেবেন্দ্র দ্বারাই সেটা হওয়া সম্ভব।

আমি। কেমন করে' তা হ'তে পারে? যে চুরি করবে, তার কি একটু সাবধান হ'বার চেষ্টা নেই? সে কি সাবধানে দরজা খুলতে বন্ধ করতে চেষ্টা করেনি? পুলিষের ইন্‌স্‌পেক্‌টার ও জমাদার এই তিনটী হীরে চুরির বিষয় কি বলছে?

বিভূতি। তারা এখনও বাড়ী তোল-পাড় করে' অনুসন্ধান করছে। তাদের বিশ্বাস, বাড়ীর ভিতরেই কোথা লুকিয়ে রেখেছে।

আমি। বাড়ীর বাইরে তারা কিছু দেখেছে ?

বিভূতি। আমার বাড়ীর উত্তর দক্ষিণে বাগান। বাগানের শেষ-ভাগ, দেয়াল-ঘেরা। পশ্চিম দিক্ বা বাটীর সম্মুখে বৃহৎ পুষ্করিণী। পশ্চাতে পূর্ব্বদিকে একটী গলি। এই দিকেই আমার খিড়কীর দরজা। পুলিষে সমস্ত বাগান ও আশ পাশের জমী ও অন্যান্য স্থান তন্ন তন্ন করে' তল্লাস করেছে।

আমি। আমি তো আপনার সমস্ত কথাই শুন্‌লাম। এখন কি, আপনার মনে হচ্ছে না, আপনি অথবা পুলিষের ইন্‌স্‌পেক্‌টার ভেবেছেন, তার চেয়েও গূঢ় রহস্য এতে রয়েছে ?

প্রথমে আপনি এটা অতি সহজ ব্যাপার মনে করেছিলেন। কিন্তু আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলেম, এ ঘটনা বড় রহস্যজনক—নানাবিধ কূট বিষয়ে জড়িত। আপনি আপনার পুত্রকে দোষী সাব্যস্থ করে' পুলিশের হাতে দিয়েছেন। আপনার বিবেচনায় দেবেন্দ্র, রাত্রিতে চোরের মত আস্তে আস্তে শয্যা হ'তে উঠে' পা টিপে' চুপি চুপি আপনার শোবার ঘরের পাশের ঘরে এসেছে। পর চাবি লাগিয়ে সিন্ধুক খুলেছে, সিন্ধুকের ভিতর থেকে এই বহুমূল্য অলঙ্কার বার্ করেছে, তার পর সেই অলঙ্কার প্রথমে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো কর্‌বার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে, সহজে তাতে কৃতকার্য্য না হওয়ায় বা অনিচ্ছা থাকায়, তা হ'তে কেবল তিন খানি দামী হীরে খুলে নিয়ে কোন গুপ্ত স্থানে লুকায়িত রেখে' ফিরে আপনার শয়ন-গৃহের পাশের ঘরে গিয়েছিল। যাতে আপনি জেগে' উঠে' এই সকল বিষয় জান্‌তে পেরে, একটা বিষম গোলযোগ ও কেলেঙ্কারী কর্‌তে পারেন, এই সুযোগ আপনাকে দিবার জন্যে সেই খানে দাঁড়িয়েছিল। এ কি কাজের কথা!

বিভূতি। আপনি যে সকল কথাই উড়িয়ে দিতে চান দেখ্‌ছি। যদি দেবেন্দ্রের ভাল মত্‌লব্‌ই ছিল, তবে তা বল্‌তে তার কি বাধা হইয়েছিল ? ধরা পড়ে চুপ করে' ছিল কেন ?

আমি। সে কথা এখন অনুসন্ধানে বার কর্‌তে হবে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তা হ'লে আমরা এখনই আপনার বাড়ীতে গিয়ে ঘটনাস্থল উত্তমরূপে দেখে' আস্‌তে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(রাজেন্দ্রনাথের কথা।)

আমার বন্ধু হরিদাস, আমাকে তাহার সহিত যাইবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিল। তাহাতে আমার অসম্মতি ছিল না; সুতরাং এক সঙ্গেই যাত্রা করিলাম। বিভূতিভূষণ বাবুর কথা শুনিয়া আমার বেশ ধারণা হইয়াছিল, এ চোর আর কেহই নয়—কেবল দেবেন্দ্রই। কিন্তু হরিদাস যখন দেবেন্দ্রর উপর তাদৃশ সন্দেহ করিল না, তখন আমার এই বিশ্বাস হইল, হয় তো ইহার মধ্যে এমন কোন কূট রহস্য আছে, যাহাতে হরিদাসের অতুল ধীশক্তি প্রভাবে সে বুঝিয়াছে, দেবেন্দ্রকে নিরপরাধ সাব্যস্থ করিবার উপায় আছে।

এক খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। রাস্তায় হরিদাস দুই একটী সামান্য কথা ব্যতীত কোন কথা কহিল না। সে বড়ই চিন্তাযুক্ত ছিল। বিভূতি বাবু হরিদাসের সহায়তা লাভ করিয়া তবু যেন কতকটা সুস্থির হইয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত আমার সহিত গাড়ীতে অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তাও কহিয়াছিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতীত হইতে না হইতেই, আমরা বিভূতিভূষণ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপনীত হইলাম। হরিদাস, বিভূতিভূষণ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনি রাজেন্দ্র বাবুকে লইয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসুন, আমি অতি সত্বরেই আপনাদের সহিত মিলিত হইব। একবার বাড়ীর চতুর্দ্দিক দেখিয়া আসিয়া, তবে আপনার সহিত অন্যান্য কথা কহিব।" বিভূতি বাবু তাহাতেই সম্মত হইয়া আমাকে লইয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দাস, আসিয়া তাম্বূল ও তামাক দিয়া গেল। আমি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছি, আর বিভূতি বাবুর সহিত দুই একটা কথা কহিতেছি, এমন সময় সহসা এক অপূর্ব্ব-লাবণ্যময়ী স্বর্ণপ্রতিমা সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি সেরূপ রূপজ্যোতি পূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। পরে জানিলাম, ইনিই বিভূতি বাবুর বালবিধবা

পালিত-কন্যা। আমাকে দেখিয়া তিনি সরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু বিভূতি বাবু তাঁহার বিষাদ-কালিমাময় ঘোর অমানিশার ন্যায় তমসাচ্ছন্ন বদনমণ্ডল-সন্দর্শনে যেন কতকটা চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিলেন—"এস, মা! এখানে আর লজ্জা করিবার তত আবশ্যক নাই, তুমি কি বলিতে আসিয়াছিলে বল।"

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অবগুণ্ঠনবতী বিমলা বিভূতি বাবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, তুমি দেবেন্‌কে পুলিষের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছ? আমার বড় মন কেমন কর্‌ছে।"

বিভূতি। এখন আর তা' কেমন করে' হ'বে মা? ভাল রকম অনুসন্ধান করে' হারান জিনিষ উদ্ধার কর্‌তে না পার্‌লে, তাকে তো পুলিষ ছেড়ে' দেবে না।

বিমলা। বাবা, দেবেন্ কি চুরি করেছে? কখনই না। আমি বেশ বল্‌তে পারি, সে কখনই এ কাজ করেনি। পরে যখন তুমি জান্‌তে পার্‌বে তার সে দোষ নয়, তখন তুমি বড় দুঃখিত হ'বে। দেবেন হয় তো এখনও সকালে জল খাবার খেতে পায়নি, জেলে সে কতই যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। বাপ্ হ'য়ে কি ছেলের উপর এ রকম অত্যাচার কর্‌তে আছে! সে নির্দ্দোষী, তাকে কড়া-মেজাজ পুলিষের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আন, বাবা!

বিমলা আর কথা কহিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ফেলিলেন। বিমলার কান্না দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল।

বিভূতিভূষণ বাবু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন—"মা! কাঁদ্‌লে কি হ'বে? তুমি তো জান না, ঐ তিন খানি হীরে না পেলে' আমার কি সর্ব্বনাশ হ'বে—আমায় পথের কাঁঙাল হ'তে হ'বে। দেবেন যদি দোষী না হয়, তবে সে কোন কথা বলে না কেন? তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করে না কেন?"

বিমলা এত ক্ষণ নতমুখে ক্রন্দন করিতেছিলেন। বিভূতি বাবুর এই কথা শুনিয়া তাঁহার সেই আনত বদন ঈষৎ উন্নত করিয়া ক্রন্দন-বিজড়িত স্বরে করুণ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'কে জানে কেন? কিন্তু হয় তো তুমি তাকে চোর বলে' ধরিয়ে দিয়েছ, তাই সে অভিমানে রাগ করে' কোন

কথা কয় নি। তা'কে আর এক বার ডেকে' জিজ্ঞেস্ কর—সে যা'তে মুক্তি পায়, তার চেষ্টা কর। আমি তোমার পা ছুঁয়ে দিব্বি করে' বল্‌তে পারি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে, সে কোন দোষের দোষী নয়। আমার বোধ হয়, অকারণে তাকে ক্লেশ দেওয়া হচ্ছে—অকারণে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে।"

বিভূতি। অকারণ কেমন করে' বল্‌ব মা! আমি যে স্বচক্ষে সেই জহরতের অলঙ্কার হাতে করে' দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখেছি। সে যে বামাল্‌-শুদ্ধ ধরা পড়েছে।

বিমলা। হ'তে পারে, সে কোথাও কুড়িয়ে পেয়ে, হাতে করে' দেখ্‌ছিল। তুমি আমার কথা শোন, আমার কথা মত কাজ কর। দেবেন নির্দ্দোষী! আমি বল্‌ছি, দেবেন নির্দ্দোষী! যা হয়েছে, তা' হয়েছে। এ কথা ছেড়ে দাও, কিছু গুণোগার দিতে হয়, দাও। কিন্তু দেবেন্‌কে কয়েদ থেকে উদ্ধার করে' নিয়ে এস। সে এক দিন কয়েদে থাক্‌লে, বাঁচ্‌বে না।

বিভূতি। বাছা! তা' আমি পারি না। এ জিনিষ আমায় যেমন করে' হ'ক্ বার্ কর্‌তেই হ'বে। এতে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়, সেও স্বীকার; তবু আমি মান সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌ব। তুমি বালিকা, তোমার মন বড় কোমল—বড় সরল। আর দেবেন্‌কে তুমি অত্যন্ত ভালবাস বলে' অমন কথা বল্‌ছ। চুরির কথা তুমি উড়িয়ে দিতে বল্‌ছ কি? উড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক্, এই কার্য্যের রীতিমত তদারকের জন্য এক জন বিখ্যাত গুপ্তচরকে নিযুক্ত করেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই চুরির রীতিমত অনুসন্ধানের জন্য আমি একজন পুলিষের গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছি শুনিয়া, বিমলা বিস্মিত ও চকিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ভদ্র লোকটী?"

বিভূতি। না, উনি তাঁর বন্ধু, আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। যিনি গুপ্তচর, তিনি এখন এই বাটীর চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

বিমলা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"অাঁ—বাড়ীর চারিদিকে—কেন? সেখানে তিনি কি পা'বেন?

এই সময় হরিদাস সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিমলা আরও জড়সড় হইয়া, আরও খানিকটা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন—"ইনিই বুঝি গুপ্তচর? তা' উনি বোধ হয়, দেবেন্‌কে নির্দ্দোষী প্রমাণ করে' দিতে পার্‌বেন?"

হরিদাসের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! ঘরে আমাদের তিন জনকে দেখিয়া, আর বিমলার করুণ কণ্ঠ-স্বর শুনিয়া, সে যেন একেবারে সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। তার পর দরজার সম্মুখস্থিত নারিকেল দড়ীর পাপসের উপর, জুতার কাদা মুছিতে মুছিতে উত্তর করিল—"মা! আমারও তাই বিশ্বাস। দেবেন্ যে নির্দ্দোষ, সে বিষয়টা বোধ হয়, আমি প্রমাণ কর্‌তে পার্‌ব।" তার পর হরিদাস সহসা বিভূতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"ইনিই বোধ হয়, আপনার পালিতা কন্যা বিমলা—আমি কি ওঁকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?"

বিভূতি বাবু প্রথমে হরিদাসের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তাতে আর আপত্তি কি?" তার পর তিনি বিমলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"বল মা! উনি যা' জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, তার উত্তর দাও তো মা। লজ্জা কি? আদালতে গিয়ে সাক্ষী দেওয়ার চেয়ে, যদি এই খানে সব কাজ মিটে যায়, তা' হ'লে তো তার চেয়ে ভাল আর কিছু নেই।"

বিমলা প্রথমে যেন লজ্জায় পালাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন,

তার পর বিভূতি বাবুর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া অঙ্গুলির নখ খুঁটিতে খুঁটিতে নত-মুখে বলিলেন—"তা' জিজ্ঞেস্ করুন না, আমি বল্ছি। আমার কথায় যদি ওঁর কোন সাহায্য হয়, আমি কেন তা' কর্ব না—"

কথায় বাধা দিয়া হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাল্ রেতে কোন রকম শব্দ শুন্তে পান নাই?"

বিমলা। কৈ—না, তবে বাবা যখন খুব চীৎকার করে' দেবেন্‌কে গালি গালাজ কর্ছিলেন, তখন আমার ঘুম ভেঙে যাওয়াতে, আমি দৌড়ে' বাবার ঘরের দিকে আসি।"

হরিদাস। আপনার পিতা ঠাকুরের মুখে শুন্‌লাম, আপনি এই বয়সে খুব পাকা গিন্নী হয়েছেন। দাসীরা বাড়ীর সকল দরজা জানালা বন্ধ কর্লেও আপনি রোজ রোজ রাত্রিতে চারি দিক্ বন্ধ হয়েছে কি না, না দেখে' শয়ন কর্তেন না। আপনি বল্‌তে পারেন, কাল্ রেতে সেই রকম সমস্ত বন্ধ করা হয়েছিল কি না? আর আপনি নিজে তা' দেখেছিলেন কি না?

বিমলা। হাঁ, দেখেছিলাম—চারি দিক্ সমস্তই বন্ধ ছিল।

হরিদাস। আজ সকাল পর্য্যন্তও কি সেই প্রকার বন্ধ ছিল?

বিমলা। হাঁ।

হরিদাস। কাল রেতে আপনি আপনাদের নূতন দাসীকে খিড়কীর দরজা খুলে' বাইরে যেতে আস্‌তে দেখেছিলেন? আপনার বিশ্বাস, সে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে বাইরে গিয়েছিল? আপনাদের সেই নূতন দাসী আর কোন পুরুষ, উভয়ে ষড়যন্ত্র করে' এই চুরি কর্‌বার মত্‌লব্ করেছিল এ বিশ্বাসও বোধ হয় আপনার হ'য়েছিল?

স্ত্রীজাতীয়-স্বভাব-সুলভ লজ্জায় নতমুখে বিমলা উত্তর করিলেন—"হাঁ—রাত্রিতে সেই সময় বৃষ্টি হচ্ছিল, খুব মেঘও করেছিল, আমার বোধ হ'ল, যেন পূর্ব্ব দিকের গলিতে অন্ধকারে কে এক জন লোক দাঁড়িয়ে ছিল।"

হরিদাস। আপনি তাকে পূর্ব্বে কখন দেখেছেন? তাকে জানেন কি?

বিমলা। জানি বৈ কি। সে লোক্টা আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে থাকে। সে মুদীর ছেলে। কখন কখন সে আমাদের বাড়ীতে টাকার তাগাদা কর্‌তে আসে। তার নাম—রামধন।

হরিদাস। এই রামধন, এই সময় রাস্তার ও পারে দাঁড়িয়েছিল ?

বিমলা। হাঁ।

হরিদাস। রামধন খোঁড়া ? তার একটা পা' কাঠের—নয় ?

বিমলা বিস্মিত, চমকিত ও যেন কতকটা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কেমন করে' জান্‌লেন ? আপনি কি মন্তর জানেন ?"

হরিদাস এ কথায় বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিভূতি বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল—"এখন আমি এক বার উপরে যা'ব। বোধ হয়, আমাকে আর এক বার বাইরে যেতে হ'বে। তার পূর্ব্বে আমি আপনার শয়ন-কক্ষ, তার পাশের ঘর, অন্যান্য ঘরগুলো আর খিড়কীর দরজা প্রভৃতি সমস্ত দেখে' আস্‌ব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিভূতি বাবু তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে উপরে লইয়া গেলেন। হরিদাস তন্ন তন্ন করিয়া সকল ঘরের সকল জানালা দরজা নিরীক্ষণ করিল। তার পর নীচে আসিয়া খিড়কীর দরজা ও তাহার দুই ধারের ঘরের সমস্ত জানালা-গুলি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিল।

আবার কি নূতন কথা মনে উদয় হওয়াতে, হরিদাস পুনরায় উপরে উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ পর চাবি দিয়ে এই সিন্ধুক খোলা যায় ?"

বিভূতি বাবু একটা কুলুপের চাবি আনিয়া হরিদাসের হস্তে প্রদান করিলেন। হরিদাস তদ্দ্বারা সেই সিন্ধুকটী খুলিল। খুলিয়াই বলিল— "কৈ এ সিন্ধুকের তালা খুল্‌তে তো কোন শব্দ হ'ল না। তা হ'লে নিশ্চয়ই বোধ হচ্ছে, সিন্ধুক খোলার শব্দে আপনার ঘুম ভাঙেনি।"

বিভূতিভূষণ বাবু তার পর সেই সিন্ধুক হইতে একটী সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছোট বাক্‌স বাহির করিলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল—"ইহার ভিতরেই কি সেই জহরতের অলঙ্কার আছে ?"

বিভূতিভূষণ বাবু কোন কথা না বলিয়াই, ছোট বাক্‌সটী হইতে সেই জহরতের অলঙ্কার বাহির করিলেন।

জহরতের অলঙ্কার পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি, অনেক রাজা রাজড়াকে অমূল্য মণি-মাণিক্য-পরিশোভিত অলঙ্কার পরিতে দেখিয়াছি; হামিল্‌টন্ কোম্পানি হইতে আরম্ভ করিয়া, খোট্টা মাড়োয়ারির দোকান পর্য্যন্ত, অনেক বহুমূল্য জিনিষ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, এমন সুন্দর পছন্দ-সই সাজানো কাজ, পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। আহা! এমন সুন্দর জিনিষ এমন করিয়া কি নষ্ট করিতে আছে? তাহা হইতে তিন খানি হীরক খসিয়া গিয়াছে। অলঙ্কারটী বাঁকিয়া চুরিয়া ত্যাব্‌ড়াইয়া গিয়াছে দেখিলাম। দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল।

হরিদাস, বিভূতিভূষণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যখন আপনার ছেলেকে দেখেছিলেন,—তখন তার পায়ে চটী বা ঘোড়তলা জুতো ছিল কি না?

বিভূতি। না, সে শুধু পায়ে দাঁড়িয়েছিল।

হরিদাস বলিল—"বিভূতিভূষণ বাবু! মকদ্দমা ক্রমেই অতি সোজা হ'য়ে আস্‌ছে। আপনি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছেন কি?"

বিভূতি। কিছু না—আমার মনে হচ্ছে, আপনি বৃথা কাজে সময় নষ্ট কর্‌ছেন।

হরিদাস মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা দেখা যা'বে। যত দূর আমার আন্দাজ হচ্ছে, তাতে বোধ হয়, অতি শীঘ্রই আপনি এ দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। তবে আপনার অদৃষ্ট—আর আমার হাত-যশ। এখন আমি পুনরায় বাইরে যা'ব। আপনারা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করুন।"

আমরা তাহাই করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে হরিদাস ফিরিয়া আসিল। জুতার কাদা ঝাড়িতে তা'র প্রায় পাঁচ মিনিট সময় গেল। তার পর মুখ ফিরাইয়া বলিল—"বিভূতি বাবু, এখন আমি চল্‌লেম। আমার যা' দেখ্‌বার, আমি সব দেখে নিয়েছি।"

বিভূতি বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন—"তিন খানি হীরের কোন সন্ধান কর্‌তে পেরেছেন ?"

হরিদাস। তা' আমি এখন ঠিক্ বল্‌তে পারি না।

বিভূতিভূষণ বাবু যেন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়া বলিলেন—"হায়, হায়, আর কি আমি তা' ফিরিয়ে পা'ব ? আমার কি এমন কপাল হ'বে ?" তার পর অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ছেলের বিষয় আপনার কি ধারণা হ'ল ? সে কি নির্দ্দোষ" ?

হরিদাস। এখনও আমার তা'কে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব'লেই বিশ্বাস।

বিভূতি। ভগবান্ যেন তাই করেন। আমার দেবেন যেন নির্দ্দোষ ব'লেই প্রমাণ হয়।

হরিদাস। তা' হ'লে এই পর্য্যন্তই আপনার সঙ্গে আমার কথা শেষ। আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। কাল্ সকালে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন।

হরিদাস এবং আমি, বিভূতি বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, দু এক পদ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় হরিদাস আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বিভূতি বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তা' হ'লে আপনি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌লেন? এ অনুসন্ধানে যা' কিছু অর্থ ব্যয় হ'বে, তা' আপনার ?"

বিভূতি। নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! তা' আর বল্‌তে ?

হরিদাস। আচ্ছা, তবে এখন চল্‌লেম।

তার পর আমরা উভয়ে বিভূতিভূষণ বাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া আসিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাস্তায় কিয়দ্দূর আসিয়াই, হরিদাস আমায় বলিল—"রাজেন্দ্র ! তুমি বাড়ী যাও। আমি যে কি কর্‌ব, তার এখনও কিছু ঠিক্ নাই। আমার বোধ হয়, আমি কাল্‌কের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের সঠিক্ মীমাংসা করে' ফেল্‌তে পার্‌ব।"

হরিদাসকে আমি খুব জানিতাম। সে যাহা বলিত, প্রায় তাহা ঠিক্ হইত। তাহার কার্য্য কলাপের উপর আমার এত দূর বিশ্বাস ছিল যে, সে যেখানে "বোধ হয় এটা কর্‌তে পার্‌ব" বলিত, সেখানে আমি বুঝিতাম সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে তাহার বিলম্ব ঘটিবে না।

কাজে কাজেই এই থান হইতেই হরিদাসের সহিত, আমার ছাড়াছাড়ি হইল। সমস্ত দিন গেল। বাড়ীর অন্যান্য অনেক কার্য্য সারিলাম। দুই এক জনের সহিত দুই একটা মকদ্দমার কথাও কহিলাম। তার পর সন্ধ্যার সময় হরিদাসের বাসায় যাইব বলিয়া, কাপড় পরিয়া বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার পত্নী আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি? আজ কি বাড়ী থেকে বা'র হ'বার হুকুম নেই?"

আমার স্ত্রী গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"না-না বিদ্রূপের কথা নয়। একটা বড় বিষম দায়ে পড়েছি—আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার কর্‌তে হ'বে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"তোমার আবার কি দায়?"

স্ত্রী। হাসি রাখ। সুশীলা আমাদের বাড়ী এসেছিল। সে আবার সেই বিপদে পড়েছে। তার স্বামী আজ তিন দিন বাড়ী অসেন্ নি।"

আমি। সেই প্রেমারার আড্ডায় প'ড়ে আছে বুঝি?

স্ত্রী। আজ্ঞে, হাঁ গো মহারাজ! অত বাজে বক্‌বার সময় নেই। এখন যা' ভাল হয়, তাই কর।

আমি। তা' সপ্তমে চড়িয়ে বলা হচ্ছে কেন? আমি তো হুজুরে হাজির আছি। হুকুম কর্‌লেই তো হয়।

স্ত্রী। এখনই গাড়ী প্রস্তুত কর্‌তে হুকুম দাও। আর দেরী ক'রো না।

আমি। তা' তো বুঝ্‌লেম্। তুমি মেয়ে মানুষ! সেখানে যাওয়া কত বিপদ তা তো জান না?

স্ত্রী। কেন, তুমি তো কত বার গিয়েছ? তোমার সঙ্গে তাদের তো আলাপ হয়েছে?

আমি। তাদের সঙ্গে আর আমার আলাপ কি? তারা খুনে লোক। কত লোককে খুন করে' পুঁতে ফেলেছে। সে বড় সর্ব্বনেশে জায়গা। তোমার

কথায় আমি বাঘের মুখে যেতে পারি। কিন্তু আমার যদি কোন বিপদ্ হয়, তুমি তার দায়ী।

স্ত্রী। ওমা, সে কি কথা! তারা মানুষ খুন করে কি গো? তাদের শরীরে কি দয়া মায়া কিছুই নেই? তবে কি হ'বে—সুশীলার দশা কি হ'বে?

এই গুণেই আমার স্ত্রীকে আমি এত ভালবাসিতাম। পর-দুঃখ-কাতরতা তাঁর একটী মহৎ গুণ। এই গুণেই আমি এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

কিয়ৎ ক্ষণ কি ভাবিয়া আমার স্ত্রী আবার বলিলেন—"তা' যাই হ'ক আমার কপালে যাই থাক্, সুশীলাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌তেই হবে। আহা, সে বড় অভাগিনী। তার স্বামী অমন লেখা পড়া শিখেও একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে। বাপের অগাধ বিষয়, ক্রমে ক্রমে সব উড়িয়ে দিলে। তুমি যাও, যেমন করে' পার, সুশীলার স্বামীকে এবারকার মত উদ্ধার কর। তার পর যা' হয়, তা' হবে। সুশীলার কান্না দেখ্‌লে আমার আর জ্ঞান থাকে না—আমার বুক ফেটে যায়।"

আমি। তা'—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু যদি রাত্রি দুপুরের মধ্যে আমার কোন খবর না পাও, তা' হলে আমি এক খানি চিঠি লিখে' রেখে' যাচ্ছি, সেই খানি আমাদের নিমাই চাকরের হাতে দিয়ে, তাকে হরিদাস বাবুর বাসায় পাঠিয়ে দেবে। আমি হাজার বিপদেই পড়ি না কেন, হরিদাস আমায় উদ্ধার কর্‌বে।

স্ত্রী বলিলেন—"তোমরা পুরুষ মানুষ, গায়ে জোর আছে—সাহস আছে—তোমাদের ভয় কি? আমি সতী! কায়মনোবাক্যে স্বামীর চরণ পূজা করে' থাকি; দশ বৎসর বয়স থেকে, আজ পর্য্যন্ত তোমা ভিন্ন জানি না। আমি বল্‌ছি তুমি সচ্ছন্দে যাও, তোমায় কেউ ছুঁতে পার্‌বে না। দয়াল হরি, মা মঙ্গলচণ্ডী, তোমায় সকল বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্‌বেন।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া বাহিরে আসিলাম। গাড়ী প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলাম। হরিদাসের নামে এক খানি চিঠি লিখিয়া বাড়ীর ভিতর আমার পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তার পর এক ছিলিম তামাক খাইয়া বাহির হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অল্প ক্ষণের মধ্যেই আমি বড়বাজারের সেই প্রেমারার আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রেমারার আড্ডা বলিয়া যে সেখানে কেবল প্রেমারা খেলাই হয়, তাহা নয়। সে বাটী খানি ত্রিতল। নিম্নতলে বড় বড় তিন চারিটী অন্ধকূপের ন্যায় ঘর। তাহাতে গাঁজা, গুলি, চরস, চণ্ডু প্রভৃতি চারিটী কুৎসিত নেশার আড্ডা। দ্বিতলে মদ এবং বারনারীর অবস্থান। তৃতীয় তলে প্রেমারা খেলার আসন। নিম্নতল অত্যন্ত অন্ধকারময় ধূমাচ্ছন্ন। এমন ভয়ানক দুর্গন্ধ, যে, সেখানে দাঁড়ায় সাধ্য কার? কি করিব উপায় নাই—আমায় যাইতেই হইবে। আমি জানিতাম সুশীলার স্বামী, মদ, গাঁজা, গুলি, চরস চণ্ডু, সকল নেশাই করিয়া থাকেন—আবগারী তাঁহার একচেটে। তিনি যদি কখন এই প্রেমারার আড্ডায় আসিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহার দিন-রাত জ্ঞান থাকিত না। তিনি তিন চারি দিন ক্রমাগত নেশায় মত্ত থাকিতেন। গুণের মধ্যে, তিনি কখন বারনারীতে অনুরক্ত ছিলেন না।

অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটী বৃহৎ কক্ষের মধ্যে সুশীলার স্বামীকে দেখিলাম। তিনি চীৎপাত হইয়া পা তুলিয়া পড়িয়া আছেন—নেশায় বিভোর!

আমি যেমন সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অমনই একটী বালক "আসুন মহাশয়, এই দিকে আসুন" বলিয়া, আমায় ডাকিয়া, এক জনের বসিবার উপযুক্ত একটী স্থান দেখাইয়া দিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"থাক্— থাক্—আমি এখানে নেশা কর্‌তে আসি নাই। ঐ যে ওখানে একটী বাবু বসে' আছেন, উনি আমার বড় বন্ধু। আমি ওঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমি দুর্গন্ধের চোটে মুখে রুমাল দিয়া, যেমন সুশীলার স্বামীর কাছে উপস্থিত হয়েছি, অমনই সেই বিবর্ণ, রক্তবর্ণ চক্ষু,

ভ্রূ কুঞ্চিত, কেশরাশি বিচলিত, নেশায় বিভোর, ধরণী-পতিত সুশীলার স্বামী, মিটি মিটি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আরে কেও, রাজেন্ যে, তুমি এখানে কেন ? কটা বেজেছে ভাই !"

আমি ঘৃণায় উত্তর করিলাম—"প্রায় রাত্রি নয়টা"।

রমেন্দ্র কৃষ্ণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারিখ ?"

পাঠক-পাঠিকাকে, বোধ হয়, বলিয়া দিতে হইবে না, যে এই রমেন্দ্রকৃষ্ণই অভাগিনী সুশীলার স্বামী।

আমি উত্তর করিলাম—"আজ ১৯ শে।"

রমেন্দ্র। কি বার ?

আমি। শনিবার।

রমেন্দ্র। বল কি ? আমার মনে হচ্ছিল, আজ বৃহস্পতিবার। না—না—আজ বৃহস্পতিবার, কেন মিছে ঠাট্টা করে' আমায় ভয় দেখাচ্ছ ?

আমি কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম—"আমি বল্‌ছি, আজ শনিবার। আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌বার জন্যে এখানে এসেছি ? আমার কি আর কাজ ছিলনা ? তোমার স্ত্রী কেঁদে আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে পড়েছিলেন, তাই আমি তোমায় নিতে এসেছি। ছি ! তোমার একটু লজ্জা হয় না ?"

রমেন্দ্রকৃষ্ণ অতি কষ্টে তখন উঠিয়া বসিলেন। মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিলেন—"তাই তো—তাই তো রাজেন্ ! এই তিন চার দিন আমি বাড়ী যাই নি ! তা' যাই হ'ক, আমি এখনই তোমার সঙ্গে বাড়ী যাব। আমায় হাত ধরে' তোল দেখি। আমার ওঠ্‌বার ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে গাড়ী আছে ?"

আমি। আছে।

রমেন্দ্র। তবে চল। কিন্তু আমি, বোধ হয়, এদের কিছু ধারি। কত ধারি, তা' বল্‌তে পারি না। আমার মাথা ঠিক্ নাই। তুমি একটা যা' হয়, বন্দোবস্ত কর। আপাতক প্রথমে আমায় ধরাধরি করে' তোমার গাড়ীতে তুলে' দাও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি তাহাই করিলাম। তার পর রমেন্দ্রকৃষ্ণের নেশার মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইতেছি, অমনই সেই অন্ধকার-পথে, দ্বারদেশের অন্তরালে কে একজন সহসা আমার হস্ত ধারণ করিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে হে তুমি? কি চাও?"

সে উত্তর করিল—"চুপ্—আমি হরিদাস!"

হরিদাসের কণ্ঠস্বর আমার নিকট চির-পরিচিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?"

হরিদাস। বিশেষ কারণ আছে। তুমি তোমার ঐ বন্ধুকে বিদায় করে' দিতে পার? তোমার সঙ্গে গাড়ী আছে তো?

আমি। হাঁ, বাইরে আমার গাড়ী আছে।

হরিদাস। তবে তাতেই ওঁকে চড়িয়ে গাড়োয়ানকে বাড়ী পৌঁছে' দিতে বল। আর তোমার কোচয়ানকে বলে' দাও, সে যেন বাড়ীতে গিয়ে খবর দেয়, আজ রাত্রিতে বাড়ী ফিরে যেতে তোমার অনেক বিলম্ব হ'বে। সঙ্গে, পকেটে পেন্‌সিল থাকে তো, একটু লিখেই দাওনা যে, তুমি হঠাৎ আমার পাল্লায় পড়ে' গিয়েছ।

হরিদাসের কথা অগ্রাহ্য করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। অগত্যা সম্মত হইয়া তাহাই করিলাম। তার পর রমেন্দ্রকৃষ্ণের দেনা চুকাইয়া দিয়া আসিয়া সেই অন্ধকার-পথে আবার হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হইলাম। হরিদাস আর কোন কথা না বলিয়াই, আমার হাত ধরিয়া একেবারে উপরে তুলিল। দ্বিতলে না থামিয়া একেবারে ত্রিতলে উঠিলাম।

এত ক্ষণ পরে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। দেখিলাম, উপরে তিন চারিটা ঘরে প্রেমারা খেলা হইতেছে। হাজার, দু' হাজার, দশ হাজার, হার্ জিত হইতেছে। কে আসে, কে যায়, কেহই কিছু দেখিতেছে না। সকলেই যেন উন্মত্ত-প্রায়। যাহারা খেলিতেছে, তাহারা ব্যতীত আরও আট দশ জন

করিয়া বসিয়া খেলা দেখিতেছে। সকল ঘরেই এই কাণ্ড! তাহারাও যেন বিশেষ উৎসাহিত ভাবে তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে।

হরিদাস ধাতুনির্ম্মিত একটী ছোট বাঁশী আমার হস্তে দিয়া, চুপি চুপি, আমার কানে কানে বলিল—"দেখ এই বাঁশীটী তোমার কাছে রাখ। এই ঘরে এক জন লোককে আমার আবশ্যক আছে। যেমন আমি তাহাকে ধরিব, তুমি তৎক্ষণাৎ সজোরে এই বাঁশীটী বাজাইবে। ঐ যে, ঘরে ঘরে, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের পিছনে পিছনে, এক এক জন অন্য লোক বসিয়া উহাদিগকে খেলায় উৎসাহিত করিতেছে, দেখিতে পাইতেছ, উহারা সকলেই পুলিষের লোক। তুমি এই বাঁশীটী বাজাইবা মাত্রই উহারা যে যাহার পিছনে বসিয়া আছে, সে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবে। এ ছাড়া বাঁশীর আওয়াজ শুনিলেই, আরও ৫০ জন পাহারাওয়ালা এই পাশের বাড়ী থেকে এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে। তাহার মধ্যে ১০ জন ত্রিতলে, ১০ জন দ্বিতলে উঠিবে। আর ৩০ জন নিম্নতলে থাকিবে। এই বন্দোবস্তের জন্যই আমি বাহিরে গিয়াছিলাম। সেই সময় তোমায় দেখিতে পাইলাম। তোমায় দেখিবামাত্রই আমি চিনিতে পারিয়াছিলাম। আমি অন্ধকারে ছিলাম, আমায় কেহ দেখিতে পায় নাই। তুমিও আমায় দেখিতে পাও নাই। কিন্তু চণ্ডুর আড্ডা-ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, তাই আমি তোমায় সেই আলোতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেই সময় আমি নেশাখোরের মত টলিতে টলিতে, তুমি কি জন্য সেখানে গিয়াছিলে, তাহাই জানিবার জন্য তোমার পিছনে বসিয়া থাকি। আমার উপর অন্য কেহ সেই জন্য সন্দেহ করে নাই। সন্দেহ করিলে পাছে কোন গোল হয়, এই জন্য, তোমার তথায় অবস্থান-কালে এক বারের মত দাম দিয়া চণ্ডু চাহিয়া লই, এবং সেই নলে মুখ দিয়া থাকি। যদিও আমি চণ্ডু খাই নাই, কিন্তু সেই নলে মুখ দিয়াছিলাম, এই জন্য এখনও যেন আমার নেশা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি জান।"

আমি। এখানে তুমি কা'কে ধর্‌তে চাও?

হরিদাস। সে কথা পরে হ'বে। এখন যা' বলে' দিলেম, ঠিক্ তাই কর। এ বড় ভয়ানক জায়গা। এখানে বড় বড় গুণ্ডার বাসস্থান। আমাদের

লোকবলের উপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর কর্‌ছে। সেই ভয়ে,পাছে কেউ আমায় চিন্‌তে পারে, এই জন্য চেহারা পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে যত দূর সম্ভব, ভোল্‌ বদ্‌লে ফেলেছি। দেখো, খুব সাবধান। আমি সেই লোকটাকে ধর্‌বামাত্র তুমি সজোরে বাঁশী বাজাবে। আমার কাছে কাছে থেকো। দূরে থাক্‌লে হয় তো তোমায় বিপদে রক্ষা কর্‌তে পার্‌ব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

এই সকল কথা শেষ করিয়াই হরিদাস একটী কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। কেহই আমাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিল না। সকলেই খেলায় উন্মত্ত-প্রায়। হরিদাস একটী সুপুরুষ যুবার পশ্চাতে যাইয়া বসিল। আমি হরিদাসের পার্শ্বদেশে বসিলাম।

যে যুবা পুরুষটীর পশ্চাতে বসিলাম, সে তখন কেবল হারিতেছিল। পকেট হইতে তাড়া তাড়া নোট বাহির করিতেছিল, আর অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা হারিয়া যাইতে ছিল। শেষে যখন আর পকেটে টাকা কড়ি কিছু নাই দেখিল, তখন যেন 'মরিয়া' হইয়া, এক এক করিয়া তিনটী জামার বোতাম খুলিয়া শেষ জামার বুক পকেট হইতে এক খানি হীরক বাহির করিয়া বলিল, "এবারে এই পাঁচহাজার টাকার হীরে খানি বাজী রেখে' আমি খেল্‌ব—"

যেমন এই কথা বলিয়া বুকপকেট হইতে হীরক খানি বাহির করিয়াছে, তদ্দণ্ডেই "তবে রে চোর! কার হীরে নিয়ে তুই এখানে জুয়া খেল্‌তে এসেছিস্‌" এই কথা বলিয়াই হরিদাস, তাহাকে টানিয়া পিছন দিকে শোয়াইয়া ফেলিল। আমিও হরিদাসের নির্দ্দেশ-মত সজোরে সেই বাঁশীটী বাজাইয়া দিলাম। সেই মুহূর্ত্তে নীচে "জুড়ীদার হো" "জুড়িদার হো" বলিয়া এক ভীষণ চীৎকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। এ দিকে উপরেও সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে চকিতের ন্যায়, সকল ঘরে সকল খেলোয়াড়কেই, তাহাদিগের পিছনের পুলিষের লোকে, বাঁশীর শব্দ পাইবামাত্রই, টানিয়া পিছন দিকে শোয়াইয়া ফেলিয়াছে। টানাটানি—ঝটাপটি, সে একটা বিষম গোলমাল পড়িয়া

গেল। হরিদাস সেই বাবুর বুকের উপর উঠিয়া বসিয়া, তাহার পকেট হইতে আরও দুই খানি হীরক বাহির করিবার জন্য হাত পাকড়া-পাকড়ি করিতেছে, এমন সময় সভয়ে আমি দেখিলাম, এক জন প্রকাণ্ড গুণ্ডাকৃতি লোক, এক হস্ত-পরিমিত এক খানি ছোরা উঁচাইয়া হরিদাসকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তাহার আকৃতি দেখিয়াই তো আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু হরিদাসের আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা বুঝিয়া, ভগবানের কৃপায়, বোধ হয়, ভীমের ন্যায় বল ও সাহস পাইলাম। তীব্রবেগে তৎক্ষণাৎ দাড়াইয়া উঠিয়াই পার্শ্বদেশ হইতে সেই গুণ্ডাকে সজোরে এক ধাক্কা মারিলাম। সেই ধাক্কাতেই সে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। হাতের ছুরি খানাও তফাতে যাইয়া পড়িল। ইতিমধ্যেই নীচে হইতে ১০ জন পাহারাওয়ালা উপরে উঠিয়া পড়িল। ভয়ে সেই গুণ্ডা লোকটা যেমন পলাইবার চেষ্টা করিবে, অমনই দুই তিন জনে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। এ দিকে ঝটাপটি টানাটানি করিয়া আরও দুই চারি জন বলবান্ লোক পুলিষের হাত ছাড়াইতে পারিয়াছিল বটে, কিন্তু লাল পাগ্ড়ী দেখিয়াই সকলে বিনা বাক্যব্যয়ে আত্মসমর্পণ করিল। হরিদাসের হস্ত হইতেও সেই যুবা পুরুষটী টানাটানি করিয়া ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এক জন পাহারাওয়ালা ধম্কাইয়া রুল উঁচু করিবামাত্রই সে আশা ভরসা ছাড়িয়া দিল।

সকল ঘরেই ঠিক্ এইরূপ ভাবে প্রেমারার খেলোয়াড়েরা বন্দীকৃত হইল। নিম্নতল হইতেও দুই চারি জন দাগী চোর, দুই চারি জন গুণ্ডা, চোর ও জালিয়াত্কে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইল।

ইতিমধ্যে হরিদাস সেই যুবকের বুক পকেট হইতে তিন খানি হীরক বাহির করিয়া লইয়া, তাহাকে এক জন পুলিষের লোকের হস্তে জেম্মা করিয়া দিয়া একেবারে আমায় জাপ্টাইয়া ধরিল।

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম—"কি ব্যাপার কি? আমায় পাক্ড়াও কেন? আমি তো আর—"

কথায় বাধা দিয়া হরিদাস বলিল—"রাজেন্! রাজেন্! আজ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। আজ তো আমি গিয়েছিলেম—এ জন্মের মত লীলা-

খেলা তো আমার ফুরিয়েই গিয়েছিল, ভাগ্যে তোমায় এনেছিলেম্! তুমি আমার কেবল বন্ধু নও। আজ হ'তে আমি তোমায় জীবনদাতা—প্রাণদাতা—বলে' অন্তরে অন্তরে সম্মান কর্‌ব। যদি প্রাণ দিয়ে কখন তোমায়, ঈশ্বর না করুন, কোন বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর্‌তে হয়, তাও কর্‌ব। তোমার কাছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে রইলেম্—"

তার পর আমি কি বল্‌তে যাচ্ছিলেম, সে কথা না শুনে'ই হরিদাস সত্বর নীচে নেমে গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস যদিও আমায় কিছু না বলে' নীচে নেমে গেল বটে, কিন্তু আমি স্থির থাক্‌তে পার্‌লেম্ না। আমিও তার পিছনে পিছনে নীচে নাম্‌লাম। দেখ্‌লাম, হরিদাস একে একে সকল বন্দীকে নিরীক্ষণ করে, নির্দ্দোষী বা শুধু নেশাখোর দেখিয়া দেখিয়া, বাছিয়া বাছিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। আমি কিছু না বলিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া হরিদাসের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। তার পর হরিদাস দ্বিতলে উঠিয়া ও ঐ রূপ ভাবে বারনারী কয় জনকে ও অন্যান্য আরও দুই চারি জনকে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় ত্রিতলে উঠিল। সেখানে তাহার দুইজন সহকারীকে আবশ্যক মত দুই চারিটী আদেশ দিয়া সব বন্দীকে হাজতে লইয়া যাইতে হুকুম দিল।

তার পর আমরা উভয়ে সেই বাটী হ'তে বার্ হ'লেম। হরিদাস আমায় বলিল—"রাজেন্দ্র! তুমি এই বার বাড়ী যে'তে পার। আমার এখন অনেক কাজ আছে। সে গুলো না সেরে আমি সুস্থির হ'তে পার্‌ছি না। কাল সকালে আমার বাসায় আসিও, তোমায় সমস্ত ঘটনা বল্‌ব।"

অনিচ্ছা সত্বেও কাজে কাজেই হরিদাসকে পরিত্যাগ ক'রে আমায় বাড়ী যেতে হ'ল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার স্ত্রী তখনও জাগরিত। আমার জন্য ভাবনায় তখনও তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। আমায় দেখিয়া তিনি প্রফুল্লিত হ'লেন। তার পর দুই চারিটী কথার পর আমরা উভয়েই নিদ্রা গেলাম।

বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথকে বিদায় দিয়া
বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইলাম।

এই স্থলে একটু পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া রাখি।

হরিদাস এবং আমি বিভূতিভূষণ বাবুর সহিত তাঁহার ব[illegible] গিয়াছিলাম তাহা বোধ হয়, পাঠক মহাশয়গণের স্মৃতি পথ হইতে অপসারিত হয় নাই। সেই সময় আমি প্রথমে এক বার বাটীর বাহিরে যাই। কেন গিয়াছিলাম এবং গিয়া কি করিয়াছিলাম, তাহা আর কেহ জানেন না, তাই বলিতেছি।

বিভূতিভূষণ বাবুর বাটীর পশ্চাৎ দিকে যাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম এক খঞ্জ, একটী আস্ত পা, আর একটী কাঠের পা, লইয়া আমার আগে আগে সেই দিকে যাইতেছে। প্রথমে তাহাকে দেখিয়া কোন সন্দেহ হয় নাই; কিন্তু তাহার সচকিত নেত্র, এ দিক্ ও দিক্ চাহনি ও বক্র গতিতে আমার যেন একটু সন্দেহ হয়; কিন্তু তখন আমি তাহাকে কিছু বলি নাই। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, সে লোকটী অন্য কোন দিকে চলিয়া যাইবে; কিন্তু সেও ঠিক্ বিভূতিভূষণ বাবুর বাটীর পশ্চাতে যাইয়া, সেই গলিতে যেন কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি সেই মুহূর্ত্তেই তাহার পিছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে আমাকে দেখিয়া যেন চমকিত হইল। তাহাতেই আমার মনে আরও একটু সন্দেহ বাড়িয়া গেল। আমাকে দেখিয়া সে যেন কতকটা ভ্যাবা-চ্যাকা হইয়া সেথান হইতে

—

.নষ

আমার

হ'ল, পরিচয়টা

সাহস পাইয়া উত্তর করিল—"না—না—

আমার নাম রামধন।"

কর ?

বিভূতিভূষণ বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে যে মুদীর দোকান আছে, আমি সেই কারবার করি।

আমি। তা' তোমার কি হারিয়েছে ?

রামধন। না—তা—এমন কিছু নয়। এই একটা আধুলি আর দুটো দুয়ানি পড়ে' গেছে।

আমি। তা' এই খানে পড়ে গেছে, তুমি কেমন করে' জান্‌লে ?

রামধন। এই খান দিয়ে কাল আমি গিয়েছিলেম।

আমি। কোথায় গিয়েছিলে ?

রামধন। ঐ ও পাড়ায় তাগাদায় গিয়েছিলেম।

এই রকম কথায় লোকটার উপর আমার বিষম সন্দেহ হইল। নরম কথা ছাড়িয়া, চোখ মুখ রাঙাইয়া, ভয় দেখাইয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি সত্য কথা বল্‌বে কি না ? তোমার মত্‌লব্‌ আমার ভাল বলে' বোধ হচ্ছে না। আমি পুলিষের লোক ! এখনই তোমায় ধরিয়ে দেব, তোমার নিশ্চয় কোন কু-মত্‌লব্‌ আছে।

রামধন আমার কথায় এত ভীত হইল যে, সেই খানে দাঁড়াইয়া ঠক্‌ঠক

করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে আরও ধমকাইয়া বলিলাম—"এই বেলা সত্যি কথা বল, নইলে তোমার সর্ব্বনাশ হ'বে, তোমাকে জেলে যেতে হবে।"

রামধন সেই ভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আচ্ছা, আমি সব সত্যি কথা বল্‌ছি—আমায় আপনি জেলে দেবেন না। আমি গরীবের ছেলে। আমার কোন অপরাধ নেই।"

আমি আরও যো পাইয়া বলিলাম—"আচ্ছা, তুমি যদি সব সত্যি কথা বল,--তোমার কিছুই হ'বে না।" মনে মনে ভাবিলাম—"একে গরীব লোক, তায় মূর্খ, তায় কাঁচা চোর। হয় তো এই ব্যাটাই এই জহরত চুরির ভিতর আছে।"

রামধন বলিল—"আজ্ঞে, আমি এই খানে এমন একটা জিনিষ খুঁজ্‌তে এসেছি, যা' পেলে হয় তো আমি একেবারে বড় মানুষ হ'য়ে যেতে পারি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামধনের এই কথা শুনিয়া আমি অধিকতর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি জিনিষ খুঁজ্‌ছ বল দেখি ?"

রামধন। এই ঘাঁটীর পাহারাওয়ালা সকালে আমাদের দোকানে তামাক খেতে গিয়েছিল। সে আমায় বল্‌লে, বিভূতি বাবুর কি একটা অনেক দামের জহরতের অলঙ্কার নাকি, চুরি গে'ছে। তা' আমার মনে একটা সন্দেহ হওয়াতে আমি এই খানে এসেছি।"

আমি। কি সন্দেহ, বাপু!

রামধন। আজ্ঞে, সে কথা বল্‌লে বড়লোকের গুহ্য কথা বেরিয়ে যায়। মাপ্ করুন, আমি তা' বল্‌তে পার্‌ব না। বিভূতি বাবু টের পেলে' আমার চালা কেটে' বাস তুলে দিতে পারেন। ওঁরা বড় লোক, ওঁদের সব সাজে। আমরা গরীব মানুষ, বড় ঘরের বড় কথা,—বল্‌তে সাহস করি না।

আমি রামধনকে আরও ভয় দেখাইয়া বলিলাম—“ফের বদ্‌মায়েসি কর্‌ছ ? আমি এখনই তোমায় পুলিষে চালান দেব।”

রামধন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—“কেন মর্‌তে এখানে এসেছিলেম ? এ বড় বিষম বিপদ ! না বল্‌লে আপনি হাজতে নিয়ে যা'বেন। আবার বড় ঘরের বড় কথা বল্‌লেও বিভূতি বাবু আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌বেন, তা' জানি না। হায় ! হায় ! ধনে-প্রাণে মারা গেলেম্ দেখ্‌ছি।”

রামধন কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলাম—“তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যদি আমার কাছে সব সত্যি কথা বল, তা হ'লে তোমার কোন অনিষ্ট হ'বে না। বরং দু দশ টাকা বক্‌সিস্ পা'বে। এখন বল, তোমার কি সন্দেহ হয়েছিল ?”

রামধন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“যদি একান্তই শুন্‌বেন, তবে ঐ ভাঙা প'ড়ো বাড়ীটায় চলুন। এখানে যদি আমাদের কেউ দেখ্‌তে পায়, তবে মহা বিপদ্ হ'বে।”

আমিও তাহাতে অসম্মত না হইয়া তাহাই করিলাম।

নিকটেই একটী ভাঙা প'ড়ো বাড়ী ছিল। তাহার চারি দিকে এক প্রকার জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। মানব-সমাগমের চিহ্নমাত্রও নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। রামধন আমাকে সেই বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্ দিয়া লইয়া গিয়া, সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করাইল। অমন জঙ্গল-পূর্ণ বাটীর মধ্যেও, একটী কক্ষ বেশ পরিষ্কৃত। যেন কে তথায় বাস করে বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইল।

রামধন বলিল—“দেখুন, এই যে প'ড়ো বাড়ী দেখ্‌ছেন, অনেকের বিশ্বাস, এ বাড়ীতে ভূত আছে। আমি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করি না। অথচ একটা লুকান জায়গা আমার আবশ্যক, তাই আমি এই ঘরটী বেশ সাফ্ সুদ্‌রো করে' নিজের ব্যবহারের মত করে' নিয়েছি।”

আমি। কেন, তোমার এ লুকান জায়গার আবশ্যক কি ?

রামধন। বিভূতি বাবুর বাড়ীতে চাঁপা নামে এক দাসী থাকে। তার বয়স কাঁচা। আমার সঙ্গে তার—

আমি। তা' বুঝেছি, সে প্রতি রাত্রিতে এখানে আসে নাকি?

রামধন। আজ্ঞে হাঁ। রোজ যে সময়ে সে আসে, কাল্ তা' আসেনি। আমি অনেক ক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করে' করে' শেষে বিভূতি বাবুর বাড়ীর খিড়্কীর দরজার কাছে গিয়ে চাঁপার জন্যে হা' পিত্যেস্ করে' দাঁড়িয়েছিলেম।

আমি। তুমি ঠিক্ কোন খানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে?

রামধন। বিভূতি বাবুর খিড়্কীর দরজা যে গলির উপর, সেই গলিতে তো আপনি এই মাত্র দাঁড়িয়ে কি দেখ্ছিলেন। আমি ঠিক্ সেই দরজার সাম্না-সাম্নি, রাস্তার ও ধারে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলেম।

আমি। তার পর?

রামধন। তার পর, সময় বুঝে' চাঁপা বেরিয়ে আসে। আমি তাকে ডেকে' দেরী হবার কারণ জিজ্ঞাসা করি। চাঁপা তাতে উত্তর করে—"আস্ব কি, দিদিমণি এখনও জেগে' রয়েছেন। ওমা! বড় ঘরের কারখানা, বড় ঘরেই থাক্—আমিও যা' তিনিও তাই। আমি তো রোজ রাত্তিরে বাড়ী থাকি না, তাই কিছুই জান্তে পারি না। আজ আমার বেশ সন্দেহ হয়েছে। ঐ জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কে এক জন অজানা লোকের সঙ্গে কত ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ করে' কথা হচ্ছিল। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে সব শুনেছি। দিদিমণিরও স্বভাব বড় ভাল নয়। এই এতক্ষণ তার সঙ্গে কত প্রেমের কথা কয়ে এখন সবে উপরে যাচ্ছেন। আমিও সুবিধে পেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন আমি ভাঙা বাড়ীতে যাব না। আজ্‌কের গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। দিদিমণির, ভাবের লোক্টা কে, আমায় এক বার দেখ্তে হচ্ছে। গলার আওয়াজ শুনে' আমার এক জনকে সন্দেহ হয়েছে। তাঁর নাম অবিনাশ বাবু। তিনি দাদাবাবুর ইয়ার্। বাবু কুঠী বেরিয়ে গেলে দাদাবাবু তাকে উপরের বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়েও বসাতেন। তবে এখন ঠিক্ বল্তে পারি না, ইনি সেই অবিনাশ বাবু কি না। কিন্তু গলার আওয়াজ ঠিক সেই রকম।"

আমি। তুমি কি বল্লে

রামধন। আমি চাঁপার এই কথা শুনে' তাকে ব'ল্লেম, "তা' তিনি তো চলে' গিয়েছেন—এখন চল না।" চাঁপা বল্লে, "তিনি হয় তো আবার আস্তে পারেন—আমি ঠিক্ নিশ্চিন্ত না হ'য়ে যেতে পার্‌ছি না। দিদিমণি জানালা থেকে সরে' যেই উপরে উঠে গিয়েছেন, অমনই আমি চলে এসেছি। আমার বোধ হয়, আবার সে লোকটা আস্‌বে।"

আমি। তুমি যে জানালার কথা বল্‌ছ, সেটা কোন্ জান্‌লা?

রামধন। যেখানে আপনি আমায় ধরেছেন, তার সাম্‌নেই খিড়্‌কীর দরজা। সেই খিড়্‌কীর দরজার দু পাশে দুটো ঘর আছে। সে দুটো ঘর এঁদো। সেখানে বোধ হয়, কেউ থাকে না।

আমি। তার পর?

রামধন। তার পর, চাঁপাতে আমাতে দাঁড়িয়ে কথা ক'চ্ছি, আবার সেই জানালা হঠাৎ খুলে গেল। অমনই পাশের গাছতলার আড়াল থেকে এক জন লোক এসে, সেই জানালার কাছে দাঁড়াল। আমরা গাছতলায় লুকিয়ে পড়্‌লেম্। চাঁপা বল্‌লে, "দেখ, দেখ, ঐ দিদিমণিও এসে জানালায় দাঁড়িয়েছেন। ঐ বাবুটীর সঙ্গে কি কথা কইছেন। মরণ আর কি! ওমা, বড় ঘরেও এই কারখানা! দেখ দেখ, কত ন্যাক্‌রা হচ্ছে দেখ।" আমি চাঁপাকে টানিয়া আনিয়া গাছতলার আড়ালে ভাল করে' লুকুতে বল্‌লেম। খানিকটা বাদে, সেই লোকটী চলে' গেলে জানালাও বন্ধ হ'ল। চাঁপা বল্‌লে—"আমি আস্‌ছি—তুমি ভাঙা বাড়ীতে থাকগে।" আমিও তাই কর্‌লেম। দুই এক পা এগিয়েই দেখি, সেই জানালা আবার খোলা হ'ল। চাঁপা, রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার জানালা খোলা দেখে, ভয়ে আর লজ্জায়, তাড়াতাড়ি খিড়্‌কীর দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর্‌লে। আমিও এই পড়ো' বাড়ীর এই ঘরে এসে বস্‌লেম। চাঁপাও খানিকটা পরে এল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামধন বলিল, "এই ভাঙা বাড়ীর সদর দরজার সাম্‌নে দিয়ে যে একটা গলি দক্ষিণ মুখে গিয়েছে, রাত্রি প্রায় দেড়টার সময়, সেই রাস্তা দিয়ে যেন কে এক জন লোক দুপ্ দুপ্ শব্দে বেগে দৌড়ে গেল। আমরা কিছু বুঝ্‌তে পারলেম্ না। চুপ্ করে' কান পেতে' খানিক ক্ষণ বসে' রইলেম। তার পরে খানিক ক্ষণ বাদেই আবার সেই রকম দুপ্ দুপ্ শব্দে,সেই লোকটাই হ'ক্ বা অন্য আর কেউ হ'ক্ যেন দৌড়ে ফিরে এল। ইচ্ছা হ'ল, একবার বেরিয়ে দেখি। কিন্তু আমি খোঁড়া মানুষ বলে' আরও বিশেষ কাঠের পা' টা, তখন পায়ে বাঁধা ছিল না বলে' উঠ্‌তে পার্‌লেম্ না। চাঁপা কিন্তু বেরিয়ে দেখ্‌তে এল। খানিকটে বাদে চাঁপা ফিরে গিয়ে আমায় বল্‌লে, "দেখ, আমাদের বাড়ীর দিকেই গেল। হয় তো, চোর হবে। আমি একবার দেখে' আসি।" চাঁপা চলে' গেল, অনেক ক্ষণ আর ফিরে এল না। এমন সময় বিভূতি বাবুর বাড়ীতে মহা হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, চীৎকার শব্দ হ'ল। আমি বেগতিক বুঝে' আস্তে আস্তে কাঠের পা' খানি, খোঁড়া পায়ে বেঁধে বিভূতি বাবুর বাড়ীর দিকে উপস্থিত হ'লেম। আমি কোথায় ছিলেম বা কোথা হ'তে এলেম, তা' কেউ জিজ্ঞাসা করলে না। আমি চাকরের দলে, ভিড়ে মিশে' গিয়ে, গোলমালের কারণ কি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম। এক জন বল্‌লে, "বাবুর কি চুরী গিয়েছে।" আর এক জন বল্‌লে—"শুন্‌ছি নাকি বাবুর গুণবান্ ছেলেই বামাল-শুদ্ধ ধরা পড়েছে।"

আমি। তুমি কি বল্‌লে?

রামধন। আমি আর কি বল্‌ব? মুখ্যু সুখ্যু মানুষ কি বল্‌তে কি বলে' ফেল্‌ব, শেষে কি আমায় নিয়ে টানাটানি হবে? তার পর চাঁপা বাড়ীর বাইরে এত ক্ষণ ছিল, খিড়্‌কীর দরজা খুলে সেই বেরিয়ে আসে, সে যদি ধরা পড়ে, তবে আমায়ও সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়্‌তে হ'বে। এই ভয়ে, দুর্গানাম জপ্‌তে জপ্‌তে, আর মনে মনে নিজের পাপ কর্ম্মে ধিক্কার দিতে

দিতে, দোকানে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লেম। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন্ "কোথায় গিয়েছিলি রে?" আমি বল্‌লেম—"বিভূতি বাবুর বাড়ী।" এই কথা বলে' বিভূতি বাবুর বাড়ীর চুরীর কথাও বল্‌লেম। তিনি তাই শুনে' দেখ্‌তে এলেন। আমি বিছানায় পড়ে' ভাব্‌তে লাগ্‌লেম। বাবা মনে কর্‌লেন, আমি গোল শুনে' বুঝি বাইরে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি যে রোজ রাত্তিরে বিছানা থেকে বেরিয়ে চাঁপার জন্যে এই ভাঙা বাড়ীতে আস্‌তেম, তা' তিনি বিন্দুমাত্রও বোধ হয়, জান্‌তেন না। সমস্ত রাত্রি শুয়ে শুয়ে কত ভাবনাই ভাব্‌লেম আর যাতে চাঁপা ধরা না পড়ে, তার জন্যে কত ঠাকুর দেবতার পূজা মান্‌তে লাগ্‌লেম। তার পর সকাল হলে, আর এক বার বিভূতি বাবুর বাড়ীতে গিয়ে, চাকর লোকজনের কাছে খবরাখবর নিলেম। জান্‌লেম, বাবুর ছেলে একটা কি ভারি দামী অলঙ্কার চুরি করেছেন, কিন্তু স্বীকার করেন্‌নি। পুলিষে তাই তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। এত ক্ষণ আমার মনে বড় ভয় ছিল, কিন্তু চাঁপা ধরা পড়েনি শুনে' কতকটা সাহস হ'ল। দোকানে ফিরে এসে, কেনা বেচা আরম্ভ কর্‌লেম। যখন একটু বেলা হ'ল, দোকানে ভিড় কম্‌ল, তখন আমার মনে একটা কথা উদয় হ'ল।"

আমি। কি কথা?

রামধন। রেতে অনেক দোড়াদৌড়ি, দুপ্‌দাপ্ শব্দ শুনেছিলেম। আমার মনে হ'ল, "বিভূতি বাবুর ছেলে চোর নয়। তিনি হয় তো পাকে চক্রে কি রকমে ধরা পড়ে গিয়েছেন। সকালে চাকরদের কাছে শুনে-ছিলেম, এক খানি অনেক দামী জহরতের গয়না থেকে নাকি তিন খানি হীরে খুলে' নিয়েছে। আমার মনে হ'ল—কোন চোরেই নিয়েছে—হয় তো বাবুর ছেলের তাতে যোগ ছিল।"

আমি। তুমি শেষ কি সিদ্ধান্ত কর্‌লে?

রামধন। আমি ঠিক্ কিছুই করিনি, তবে আমার বড় লোভ হয়েছিল ব'লেই, আপনি আমায় ধরে ফেল্‌তে পেরেছেন। নইলে আমাদের কথা কেউ জান্‌তে পার্‌ত না।

আমি। তোমাদের কথা, এখনও বোধ হয়, আর কেউ জানতে পারবে

না। একান্ত আবশ্যক না হ'লে, আমি আর এ কথার উত্থাপন করব না। তোমার কথায় আমার অনেকটা উপকার হ'ল, আর সেই জন্য বক্‌সিস্ বলে' তোমায় আমি এই পাঁচ টাকার নোট খানি দিলেম। কিন্তু দেখো, যদি তোমায় আমার দরকার হয়, তা হ'লে যেন তোমাকে পাই। না হ'লে, তোমায় জেল খাট্‌তে হ'বে।

রামধন কতকটা ভয়ে ও কতকটা বিস্ময়ে পাঁচ টাকার নোট খানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—"আপনি কে মশায়! আপনি কখনও পুলিষের লোক নন্। পুলিষের লোকের শরীরে কি দয়া মায়া থাকে, তারা কেবল রুলের গুঁতো দিতেই জানে—বক্‌সিস্ তো দূরের কথা!"

রামধনের এই কথায় আমি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তার পর তোমার কি 'বড় লোভ হয়েছিল' বলছিলে না ? সেই কথাটা বল্‌লেই তোমার ছুটী।"

রামধন বলিল—"আজ্ঞে আমি ভেবেছিলেম, চোরে চুরি ক'রেছে। তা' যদি দু' এক খানা হীরে ফেলে গিয়ে থাকে, আর আমি যদি তা' কুড়িয়ে পাই, তা' হ'লে একেবারে এ জন্মের মত বড় মানুষ হয়ে যা'ব। এই লোভে পড়ে' আমি, বিভূতি বাবুর বাড়ীর পিছনে, হীরে খুঁজতে গিয়েছিলেম, এমন সময় আপনি আমায় ধরে' ফেলেছেন। তা' দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার আর কোন অপরাধ নেই—আমায় যেন জেলে যেতে না হয়।"

আমি রামধনের কাতরোক্তি-শ্রবণে, তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলাম—"না, তোমার কোন ভয় নেই, তোমার কিছু হানি হবে না। তুমি তোমার দোকানে যাও।"

তার পর রামধন চলিয়া গেলে, আমি বিভূতি বাবুর বাটীতে যাই। তাঁর বৈঠকখানায় বসে' কি কি কথা হয়েছিল, পাঠক মহাশয় তাহা জ্ঞাত আছেন। তার পর আমি দ্বিতীয় বার বাইরে গিয়ে কি করি, তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(রাজেন্দ্রনাথের কথা।)

আমি পূর্ব্ব-রজনীতে হরিদাসের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, বাটীতে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়াই বিভূতিভূষণ বাবুর কথা মনে পড়িল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত পা' ধুইয়া, হরিদাসের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিদাস তখনও শয্যা হইতে উঠে নাই। আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে উঠিয়া, আমাকে দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"কি রাজেন্! রাত্তিরে ঘুম হয় নি নাকি ?"

আমি বলিলাম—"না। বিভূতিভূষণ বাবুর কি কর্‌লে ?"

হরিদাস বলিল—"সে সব কাল রেতেই কাজ ফর্‌সা হয়ে গিয়েছে—এখন বিভূতিভূষণ বাবু এলেই হয়।"

আমি। কি হ'ল বল না ?

হরিদাস। তোমার যে আর তর্‌ সয় না।

আমি। জান্‌বার জন্যে বড় ব্যগ্র হয়েছি।

হরিদাস। তা' বেশ তো, শুন্‌বে এখন। আবার দু বার করে' কেন বল্‌ব। তিনিও তোমার চেয়ে বেশী ব্যগ্র হ'য়ে আছেন—এই এলেন বলে। চা খাও, তামাক খাও, একটু ব'স, আমি মুখ হাত ধুয়ে নিই। তার পর সব বল্‌ছি। এই কথা বলে' হরিদাস আমায় বসাইয়া চলিয়া গেল। আমি তামাক টানিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে হরিদাস ফিরিয়া আসিলে তাহার চাকর দুই পেয়ালা চা দিয়া গেল। আমরা উভয়ে তাহা পান করিলাম। এমন সময় বিভূতিভূষণ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মুখ শুখাইয়া গেল। এক বার হরিদাসের দিকে চাহিলাম। হরিদাস আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"ভয় কি, ওই বিশুষ্ক বদন আমি এখনই প্রফুল্ল করিয়া দিতেছি।"

বিভূতিভূষণ বাবু বিষণ্ন বদনে, তক্তাপোসের উপর বসিলেন। তার

পরেই বলিলেন—"জানি না। ভগবানের নিকট আমি এ জীবনে কি অপরাধ করেছি যে, তিনি আমায় এ রকম করে' যন্ত্রণা দিচ্ছেন। হায়! হায়! সর্ব্বনাশের উপর আবার সর্ব্বনাশ! আরও কি হ'বে, বল্‌তে পারি না। আরও কত দুর্দ্দশা, আমার কপালে আছে, তাও জানি না।"

হরিদাস তাঁহার এই ভাব দেখিয়া বলিল—"কেন, আবার কি হয়েছে?"

বিভূতিভূষণ বাবু অত্যন্ত দুঃখিত-চিত্তে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন—"আর কি হয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! বিমলা আমায় কাঁদিয়ে কোথায় চলে' গেছে।"

হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি তাহাকে পুনরায় গৃহে আনিতে চাহেন? সে অসতী।"

বিভূতিভূষণ বাবু অবাক্ হইয়া হরিদাসের মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

হরিদাস পুনরায় বলিল—"আপনি তাহার মুখ-দর্শনের জন্য আর আশা রাখিবেন না। অন্য কোন বিষয়ে আপনার ক্ষতি হয় নাই। সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী কুল-কলঙ্কিনী আপনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে, সে ভালই হইয়াছে।"

বিভূতিভূষণ বাবু. বিমলার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ-কুল-কলঙ্কের পুনরুল্লেখে তাঁহার কোন মতে প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ বিমলার গৃহ পরিত্যাগে তাঁহারও বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি মনে করিলেন, কথায় কথায় সে কথা তো প্রকাশিত হইবেই হইবে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি আমার কিছু কর্‌তে পেরেছেন?"

হরিদাস বলিল—"সে সব ঠিক্ হয়ে গিয়েছে—এই আপনার জিনিষ নিন্।" এই বলিয়া হরিদাস,একটা বাক্সের ভিতর হইতে. কাগজ-মোড়া, তিন খানি বহু-মূল্য হীরক বাহির করিয়া দিল।"

বিভূতিভূষণ বাবু এত দূর আশা করেন নাই। তিনি যেন স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন; অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"পেয়েছেন?

পেয়েছেন? কেমন করে' পেলেন? কোথায় পেলেন? আঃ! আমি বাঁচ্‌লেম, ভয়ানক সর্ব্বনাশের দায় হ'তে অব্যাহতি পেলেম—"

বিভূতিভূষণ বাবু জ্ঞানী ও বিচক্ষণ লোক হ'য়েও, এই ঘটনায় যেন উন্মাদ-গ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি হীরক কয় খানি এক বার দেখেন, আবার বুকে করিয়া ধরেন। যেন ভাবে বিভোর, আমোদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(হরিদাসের কথা।)

"যখন তাঁহার ভাবের ঘোর কতকটা কাটিল, তখন আমি বলিলাম –"যাহা হউক, আপনি এই চুরির ব্যাপারে একটা বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তজ্জন্য আপনার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।"

বিভূতিভূষণ বাবু ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন –"কি, কি, শীঘ্র বলুন, শীঘ্র বলুন—"

আমি। এই ব্যাপার-অনুসন্ধানে আমি যত দূর জান্‌তে পেরেছি, তাতে আপনার পুত্রের উপর আমার অতিশয় ভক্তি জন্মেছে। যদি আমার ছেলে থাক্‌ত, আর সে যদি এই রকম দেবতুল্য ত্যাগ স্বীকার কর্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে আমি তার এরূপ ব্যবহারে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর্‌তেম।"

বিভূতি। তবে কি দেবেন্দ্র চুরি করে নাই?

আমি। না। সে কথা তো আমি কাল্‌ই আপনাকে বলেছিলেম—আজ পুনরায় বল্‌ছি, আপনার পুত্র নির্দ্দোষ ও নিষ্পাপ।

বিভূতিভূষণ বাবুর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে কহিলেন –"আপনি নিশ্চয় জানেন, সে কোন দোষের দোষী নয়? তবে চলুন, এখনই আমি তার কাছে যাই—তা'কে এই শুভ সংবাদ দিইগে—"

আমি। সে এ খবর অনেক ক্ষণ জেনেছে। যখন আমি নিজে সকল বিষয় জান্‌তে পার্‌লেম, তখন তা'র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি হাজতে গিয়েছিলেম। সে সহসা কোন কথা বল্‌বে না বুঝে', আমি তাকে

আমার অনুসন্ধানের ফল জ্ঞাত কর্‌লেম, সে তখন আর অস্বীকার কর্‌তে পার্‌লে না।

বিভূতি। তবে আপনি শীঘ্র আমাকে সকল কথা খুলে' বলুন, আমি কিছুতেই এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন কর্‌তে পার্‌ছি না।"

আমি। সব বল্‌ব, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। আমি যে সকল বিষয় জান্‌তে পেরেছি, তা' শুন্‌তে গেলে আপনার ধৈর্য্যাবলম্বন করা আবশ্যক। সে কথা, আমার বল্‌তে কষ্ট, আপনারও শুন্‌তে কষ্ট।

বিভূতিভূষণ বাবু কথঞ্চিৎ ব্যগ্রভাব সংযত করিয়া বলিলেন,—"আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি, আপনি বলুন।"

আমি। অবিনাশচন্দ্রের সহিত, আপনার পালিতা কন্যা বিমলার অবৈধ প্রণয় জন্মেছিল। তারা দু'জনে ষড়যন্ত্র ক'রেই আপনাকে এই বিপদে ফেলেছে।

বিভূতি। বলেন কি ? অসম্ভব !

আমি। অসম্ভব নয়। স্ত্রী-চরিত্র অতি ভয়ানক। আজ্ যাকে অতি ভাল মানুষ বলে' বিবেচনা করেন, কাল তার কার্য্যকলাপ-সন্দর্শনে আপনি কাল-সাপিনীর মত বোধ কর্‌বেন। কথায় বলে, "স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—বাস্তবিক এ কথা সত্য। অবিনাশচন্দ্র অতি সর্ব্বনেশে লোক ! প্রেমারার আড্ডাই তার বাসস্থান। প্রেমারা খেলিয়াই সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। চুরি, জুয়াচুরি, খুন, ডাকাতি—তাহা দ্বারা সকলই সম্ভবে। আপনার পালিতা কন্যা বিমলা, তাহার রূপে মজিয়াছিল। তাহার মিষ্ট কথায় একেবারে ভুলিয়াছিল। অভাগিনী বিমলা, অবিনাশচন্দ্রের চরিত্রের বিষয় কিছুই জানিত না। প্রথমে সে আত্ম-সংযমের অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঐ রূপই তাহার কাল হইয়াছিল। অবিনাশচন্দ্রের অন্তর্নিহিত যে মোহিনী শক্তি-বলে সে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল, বাল-বিধবা বিমলা যে তাহার কুহকে ভুলিবে, এ আর বিচিত্র কি ? ক্রমে ক্রমে, ধীরে ধীরে,তাহাদের উভয়ের হৃদয়ে প্রণয়-সঞ্চার হইয়াছিল। ধীরে ধীরে বিমলা আপনার সর্ব্বনাশের পন্থা সরল করিয়া আনিয়াছিল। ভগবান্ জানেন, পূর্ব্বে তাহাদের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, বিমলা, প্রতি রজনীতে অবিনাশ

চন্দ্রের সহিত খিড়্কীর দরজা দিয়া বাহির হইত। নিকটেই এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী থাকিত এবং তাহাতে চড়িয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই বিমল অবিনাশচন্দ্রের সহিত, বহুবাজারের নিকটবর্ত্তী একটী ছোট গলির মধ্যে এক খানি ছোট বাড়ীতে উপস্থিত হইত। সে বাটী, অবিনাশচন্দ্র ভাড়া করিয়াছিল। বিমলা তথায় প্রায় রাত্রি দুইটা অবধি থাকিয়া তার পর চলিয়া আসিত। এই দুষ্ক্রিয়ার জন্য অবিনাশচন্দ্র, নিজে এক খানি ভাড়াটিয়া গাড়ীও ক্রয় করিয়াছিল। সে খানি দিনে ভাড়া কামাইত, রাত্রিতে অবিনাশচন্দ্রের কার্য্য করিত। যে গাড়োয়ান, এই কার্য্যের সহায়তা করিত, অবিনাশচন্দ্র তাহাকে অধিক মাহিনাও দিত। এমন অনেক দিন গিয়াছে, যে দিন অবিনাশচন্দ্র আসে নাই, কিন্তু সেই গাড়োয়ান, নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী লইয়া আসিয়াছে। বিমলাও, সেই গাড়ীতে চড়িয়া গিয়াছে এবং যথাসময়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আপনার বাটীর পশ্চাতে বড় একটা লোকের বাসও নাই। বিশেষতঃ আপনার খিড়্কীর দরজার সাম্‌নে যে গলি, তাহাতে দিনেও বড় কেহ গতায়াত করে না। অনেক স্থানে দেখিবেন, রাস্তার উপর ঘাস জন্মিয়া গিয়াছে। এই রূপ নির্জ্জন রাস্তা ছিল বলিয়াই বিমলার কথা এত দিন কেহই জানিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অবিনাশচন্দ্রের সহিত এই রূপ অবৈধ প্রণয়াসক্ত হইয়া, বিমলা গর্ভবতী হয়। আপনাকে পরিত্যাগ করিবার মত্‌লব্ তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই, বোধ হয় হইতও না। কিন্তু গর্ভবতী হওয়াতে, কালামুখ লইয়া আপনার বাটীতে থাকিতে আর তাহার ইচ্ছা হইল না। "ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, পাতাল কেন দেখি না" এই ভাবিয়া, সে অবিনাশের নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করে। অবিনাশচন্দ্র তো তাহাই চায়—এ দিকেও তাহার টাকা ফুরাইয়া গিয়া "ভাঁড়ে মা ভবানীর" যোগাড় হইয়া আসিয়াছিল। কাজে কাজেই সে বিমলাকে কুলত্যাগিনী করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পরামর্শ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিমলা নিজের গহনা ও নগদ টাকা সমস্তই অবিনাশচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। বিমলা, জানিত, সেই সকল গহনা-বেচা টাকা এবং তাহার নিজের

নগদ টাকা, যাহা সে অবিনাশচন্দ্রের হাতে দিয়াছিল, তৎ-সমস্তই ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইতেছে। অন্ততঃ অবিনাশচন্দ্র, বিমলাকে তাহাই বুঝাইয়াছিল। বিমলাও তাহাই বুঝিয়াছিল।

তার পর শেষে অবিনাশচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া, বিমলার দুষ্ট বুদ্ধি ঘটিল—সে আপনার বন্ধকী জহরত চুরি করিল। অবিনাশচন্দ্রের চরিত্র-সম্বন্ধে বিমলা, কিছু জানিত না। তাহার সরল কথা, সরল ব্যবহার ও রূপ-মোহে অভাগিনী, একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সে তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বিভূতিভূষণ বাবু উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এ সকল কথা আমার বিশ্বাস হয় না। বিমলা—অসতী!"

আমি। বিশ্বাস না হয়, তবে আরও শুনুন। যে রজনীতে আপনার বাটীতে এই চুরী হয়, সেই রজনীব ঘটনা শ্রবণ করুন। আহারাদির পর, যখন আপনি সেই রাত্রিতে শয়ন করিতে গেলেন,—বিমলাও তখন শয়ন করিতে গিয়াছিল। আপনি জানিতেন, সে প্রতি রজনীতে, চারি দিক বন্ধ হইয়াছে কি না, নিজে দেখিয়া তবে শয়ন করিত। কিন্তু তাহা ছল-মাত্র। আপনি শয়ন করিতে গেলেই, বিমলা নীচের খিড়্কীর দরজার পাশের একটা নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার জানালা দিয়া, অবিনাশচন্দ্রের সহিত কথা কহিত। সে রাত্রিতেও তাহাই করিয়াছিল। সে রাত্রিতে, সেই জানালার ধারে এক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল, কাদায় সে পদ-চিহ্ন এখনও আছে। বিমলা, অন্যান্য অনেক কথাবার্ত্তার পর অবিনাশচন্দ্রকে সেই অমূল্য মণিমাণিক্য-সংযুক্ত জহরতের কথা বলে। অবিনাশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ বিমলাকে তাহা হস্ত-গত করিবার মত্‌লব্ দেয়। বিমলা আপনার পালিতা কন্যা। ভ্রষ্টচরিত্রা হইলেও, তখনও কৃতজ্ঞতা ভোলে নাই। প্রথমে সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াও অবিনাশচন্দ্রকে বুঝাইতে পারে নাই। অবিনাশচন্দ্রও নাছোড়বান্দা! সে অনেক তর্ক-বিতর্কের পরও, আপনার উদ্দেশ্য ছাড়ে নাই। শেষে বিমলাকে কিছুতেই রাজী করিতে না পারিয়া, অবিনাশচন্দ্র বলে, "আচ্ছা, সে জিনিষ তুমি আত্মসাৎ করিতে না পার, একবার আমায় দেখাইতে ক্ষতি কি? আমার দেখিবার বড় সাধ হইয়াছে।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করে—"এক বার দেখিলেই তুমি সন্তুষ্ট হইবে? তবে

রাত্রি একটা দেড়টার সময় এক বার আসিও, আমি তোমাকে সেই অলঙ্কার দেখাইব।”

আপনার পুত্র দেবেন্দ্র, আপনার সহিত রাগারাগি করিয়া শয়ন করিতে যায়। কিন্তু প্রেমারার দেনার কথায় তাহার মস্তিষ্ক এত দূর বিচলিত করিয়াছিল যে, সে রাত্রিতে ভাবনা-চিন্তায় তাহার নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি একটার সময় তাহার ঘরের সাম্‌নে দিয়া যেন কে চলিয়া যায়। সেই শব্দে সে বিছানা হইতে উঠিয়া, সেই পদ-শব্দ লক্ষ্য করিয়া, কক্ষ হইতে বাহির হয়। বাহিরে আসিয়া সে যাহা দেখে, তাহাতে সে চমকিত ও বিস্মিত হয়। সে দেখে, বিমলার হস্তে অপূর্ব্ব, জ্যোতিঃ-সম্পন্ন কি একটা অলঙ্কার রহিয়াছে। দেখিয়াই সে বুঝিতে পারে যে, বিমলা কাহার সর্ব্বনাশ করিতেছে। বিমলা বরাবর সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যায়।

যত ক্ষণ পর্য্যন্ত বিমলা নীচে ছিল, দেবেন্দ্র তত ক্ষণ কিছু করিতে পারে নাই। পাছে কুলের কলঙ্ক বাহির হইয়া পড়ে, পাছে বিমলার অসতীত্ব প্রকাশ পায়, এই ভয়ে দেবেন্দ্র, ইচ্ছা থাকিলেও নীচে নামিতে পারে নাই। আপনার পুত্র দেবেন্দ্রের চরিত্র—কত মহৎ! কত উচ্চ! একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি!

বিভূতিভূষণ বাবুর চক্ষে জল আসিল। তিনি করুণস্বরে বলিলেন—“হায়! হায়! আমি না বুঝে’ কি করেছি। তাকে কেন এত কষ্ট দিয়েছি!”

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

“আমি বিভূতিভূষণ বাবুকে কতকটা সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম—“তার পর, যেমন বিমলা উপরে উঠিয়া আসিয়াছে, অমনই আপনার পুত্র দেবেন্দ্র, শুধু-পায়ে, নীচে নামিয়া যায়। খিড়্‌কীর দরজা খুলিয়া তীরবেগে দৌড়িয়া গিয়া, অবিনাশচন্দ্রকে ধরে। অবিনাশচন্দ্র ছাড়াইয়া পালাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করে; কিন্তু দেবেন্দ্র তখন পাছে পিতার সর্ব্বনাশ হয়, এই ভয়ে জীবন উপেক্ষা করিয়া, মরিয়া হইয়া, অবিনাশচন্দ্রকে প্রহার করে এবং তৎকর্তৃক

প্রহারিত হয়। তার পর অনেক ক্ষণ টানাটানিতে, জহরতটী মোচড়াইয়া, বাঁকিয়া ত্যাবড়াইয়া গেলেও জোরের সহিত দেবেন্দ্র তাহা অবিনাশচন্দ্রের হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। কাড়িয়া লইয়াই দেবেন্দ্র বাড়ীতে চলিয়া আসে। টানাটানিতে অবিনাশচন্দ্রের হস্তে তিন খানি হীরক খসিয়া রহিয়া গেল। দেবেন্দ্র চলিয়া আসিলে, অবিনাশচন্দ্র তিন খানি হীরকই 'যথেষ্ট লাভ' বিবেচনা করিয়া, পালাইয়া আসে। তার পর আপনার ঘরের পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া, সে সেই অলঙ্কারটীর বেঁকা-চোরা সোজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় আপনি জাগরিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

বিভূতিভূষণ বাবুর যেন গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তিনি রাগে, দুঃখে আপনার মস্তকের কেশ-রাশি উৎপাটন করিতে করিতে বলিলেন—"ওঃ আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি—কি সর্ব্বনাশ করেছি।"

আমি। আপনি দেবেন্দ্রকে, তার পর যথেচ্ছাক্রমে গালিগালাজ করেন, কিন্তু সে কুল-কলঙ্কের কথা আপনার নিকট প্রকাশ করা অবৈধ বিবেচনায় কিছু বলিতে পারে নাই। বোধ হয়, এরূপ সহৃদয় দেবোপম পুত্র, জগতের সকলেই প্রার্থনা করেন।

বিভূতিভূষণ বাবু কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন—"ওঃ তাই বিমলা আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া, ব্যাপার দেখিয়াই, ভয়ে ও আতঙ্কে মূর্চ্ছা গিয়াছিল বটে। হায়! হায়! তাই দেবেন্দ্র কিছু ক্ষণের জন্য তখনই বাহিরে যাইতে চাহিয়াছিল। আমি কত বড় নির্ব্বোধ! দেবেন্দ্রের মনের কথা তখন বিপরীত ভাবে বুঝিয়াছিলাম। দেবেন্দ্র মনে করিয়াছিল, বাহিরে গিয়া যেখানে অবিনাশচন্দ্রের সঙ্গে টানাটানি ঝটাপটি করিয়াছিল, সেই স্থানটী এক বার ভাল করিয়া দেখিবে। যদি সেখানে হীরক তিন খানি খুজিয়া পায়, তবে আমাকে আনিয়া দিবে। হায়! হায়! আমি তাহাকে চোর মনে করিয়া কি না বলিয়াছি। তার উপর কি ভয়ানক অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি!"

এই খানে আমি অবিনাশচন্দ্রকে কেমন করিয়া প্রেমারার আড্ডায় হীরক তিন খানি সমেত বন্দী করি, তাহাও বিভূতিভূষণ বাবুকে বলিলাম। তিনি অবাক্ হইয়া সকল কথা শুনিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবেন্দ্রের নিকট কি আপনি গিয়াছিলেন?"

আমি। গিয়াছিলাম। সে প্রথমে কোন কথা বলিতে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু আমি আন্দাজ করিয়া যখন সমস্ত কথা তাহাকে বলিলাম, তখন সে সকল কথাই স্বীকার করিল।

বিভূতি বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমায় শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে দেবেন্দ্র নাথ, কারামুক্ত হইলেন। পাপিগণের উপযুক্ত দণ্ড হইল। বিমলার আর কোন খোজ-খবরই লওয়া হইল না।

এই খানে আমরা "সাবাস্ চুরির" সাবাসি ও পাপের পরিণাম দেখাইয়া ঘটনা শেষ করিলাম।

সাবাস্ চুরি!!

৭৭-১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট,

"চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী"র সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

৪৯ নং ফিয়ার লেন, কলুটোলা,

মোহন প্রেস হইতে

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

উপরোক্ত প্রেস হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।

আজকালের সাহিত্য-বাজারে "গোয়েন্দা কাহিনীর" এত অধিক আদর হইবে, তাহা আমি কল্পনা করি নাই—স্বপ্নেও ভাবি নাই।

গ্রন্থকার বা "গোয়েন্দা-কাহিনী"-সঙ্কলয়িতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রথমে আমি এক সহস্র কাপি মুদ্রাঙ্কনের বন্দোবস্ত করি এবং বিগত সোমবার, ১৩০১ সাল, ১৯শে ভাদ্র তারিখে উক্ত পুস্তকের প্রথম ফর্ম্মা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় আরম্ভ করি। আশ্চর্য্যের কথা, উক্ত তারিখে, এক দিনেই প্রায় ৯০০ কাপি বিক্রয় হইয়া যায়। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া আমায় সেই রজনীতেই গ্রন্থকারের সহিত আবার পরামর্শ করিয়া, আর এক সহস্র কাপি মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

তাহার পর বৃহস্পতিবার "গোয়েন্দা-কাহিনীর" দ্বিতীয় ফর্ম্মা প্রকাশিত হইবামাত্র, এত সত্বর ফর্ম্মাগুলি বিক্রীত হইতে লাগিল যে, পুনরায় প্রতি ফর্ম্মা তিন সহস্র করিয়া মুদ্রিত করিতে বাধ্য হই।

সেই অবধি "গোয়েন্দা-কাহিনী' প্রতি ফর্ম্মা তিন সহস্র করিয়াই মুদ্রিত হইতেছে। এমন আশাতিরিক্ত সুফল লাভ করা, আজ কালের সাহিত্য-বাজারে, একটী বিস্ময়ের কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাঠকগণ এখন যে ভাবে উৎসাহ দিতেছেন, ভবিষ্যতে সেইরূপ উৎসাহ দিলেই কৃতকৃতার্থ হইব।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে

প্রকাশক।

পরম পূজ্যপাদ

পণ্ডিতবর শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলী-স্বরূপে

অর্পিত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার

সঙ্কলয়িতা।